চারণ কবি মুকুন্দদাস

BANGLADARSHAN.COM

ভূমিকা

ইংরেজীতে Ballad Singer বলতে চারণ কবির যে রূপকল্পটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তার সঙ্গে স্বীয় ধারণাকে একাত্ম করে আধুনিক প্রজন্মের কেউ যদি এই বাংলার চারণ কবি মুকুন্দ দাসকে বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে গোড়াতেই ভ্রান্তিজালে জড়িয়ে পড়বেন তিনি। কারন, মুকুন্দ দাস মানুষের মনের বন্ধ দরজায় করাঘাত করার জন্য যেমন কথা ও সুরের বিপুল ঐশ্বর্যকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন, তেমনি সুপ্ত ও ম্রিয়মান দেশবাসীর লুপ্ত চৈতন্যঙকে জাগ্রত করার জন্যও সেদিন জনারণ্যে নিঃসঙ্গ পথিকের মতই ঘুরে ঘুরে শুনিয়েছেন অমোঘ বাণী : সাবধান, সাবধান, / আসিছে নামিয়ান্যায়ের দণ্ড, / রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনে বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে যে নবজাগরণের বার্তাটি কানে কানে প্রাণে প্রাণে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, মুকুন্দ দাস নিজের জীবন নিঃশেষিত করে সগৌরবে সেই প্রয়োজনটাই সাধন করেছিলেন। সঙ্গীত রচনায় যেমন তাঁর জন্মগত অধিকার ছিল, তেমনি যাত্রা-নাটক রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আবার উদাত্তকণ্ঠে গান গাওয়ার এক ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়েই যেমন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তেমনিঅভিনয় বিদ্যাতেও তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে পরিবর্তিত হয়ে তাঁরইআধ্যাত্মিক গুরু অবধূত রামানন্দের ইচ্ছায় যেমন তিনি মুকুন্দ দাস হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের আশীর্বাদে তিনি হয়েছিলেন “নতুন যুগের চারণ।” তাঁর রচিত ও অভিনীত “মাতৃপূজা” যাত্রা-নাটকটি সে-যুগে সর্বজনের জীবনে সৃষ্টি করেছিল এক প্রবল বিদ্যু ৎ তরঙ্গ।

BANGLADARSHAN.COM

বাংলা ১৩১০ সালে একশ খানি গান নিয়ে বরিশাল (এখন বাংলাদেশে) থেকে তিনি তাঁর সঙ্গীত সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন “সাধন সঙ্গীত”, সেই বইটি আজ আর পাওয়া যায় না। অথচ এই “সাধন সঙ্গীতের” গান তাঁর প্রায় প্রতিটি যাত্রা-নাটকেই সংযুক্ত হয়েছিল। আনন্দের কথা, চারণ কবির দৌহিত্রী পুতুল দেবী দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা, অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করে “সাধন সঙ্গীত” গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের ব্যেবস্থা করেছেন। গানগুলি সংগ্রহ করারব্যাপারে তিনি যেভাবে দিনের পর দিন অনুশীলন করেছেন, বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ঘুরেছেন, এককথায় সেটাকেও এক কঠিন সাধনা বলা যায়। এই সংগ্রহে তিনি মোট ১৩৩টি গান যুক্ত করে এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন।

“সাধন সঙ্গীত” গ্রন্থটিতে সংযুক্ত গানগুলি অনুশীলন করলেই দেখা যাবে, মুকুন্দ দাস যেমন বৈষ্ণব ভাবধারার বাহক ছিলেন, তেমনি শাক্ত ভাবধারাতেও পুরোপুরি আপ্লুত ছিলেন। আবার তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যগসূত্রের ধারক। আসলে তিনি ছিলেন মানুষের কবি।

এই গ্রন্থটি সর্বজনের কাছে সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হলে খুবই আনন্দ পাব। “বসুমতীসাহিত্য মন্দির” নিজের যুগোত্তীর্ণ ঐতিহ্যেকে অম্লান রেখে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে এক জাতীয় কৃত্যিপালন করেছেন।

প্রণবেশ চক্রবর্তী

৮.৮.৮৯

চারণকবি মুকুন্দদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সঙ্কল্পে যাঁরা বাংলার জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁদেরই অন্যতম। বাংলা ১২৮৫ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বানরী গ্রামে মুকুন্দ দাস জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতার নাম গুরুদয়াল দে, মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী। গুরুদয়াল পুত্রের নাম রাখেন যজ্ঞেশ্বর। মুকুন্দ দাসের জন্মগ্রহণের পর ঐ গ্রাম কীর্তি-নাশার বিশাল গর্ভে বিলীন হওয়ায় গুরুদয়াল সপরিবারে বরিশালবাসী হন। পুত্রের স্বদেশী করার অপরাধে গুরুদয়ালের সরকারি চাকরি চলে যায়।

মুকুন্দ দাস প্রথমে জেলাস্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর পড়াশোনায় অমনোযোগীতার জন্যর গুরুদয়াল তাঁকে জলপাইগুড়িতে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেন। তখন তাঁর বয়স ৯-১০ বৎসর। মুকুন্দ দাসের মামা অন্নদাবর্ধন এবং মাতামহী জ্ঞানদাদেবী। জ্ঞানদাদেবী কালী সাধিকা ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মুকুন্দ দাসের উপর এই মাতামহীর প্রভাব পড়েছিল। মামা অন্নদাবর্ধন মুকুন্দ দাসকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পড়াশোনার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। এত যত্নের মধ্যেও মুকুন্দ দাস পড়াশোনায় মনোযোগী হলেন না। একদিন তাঁকে রাতে খুঁজে পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে ধীরে সুস্থে তাঁকে ফিরে আসতে দেখে সকলে জিজ্ঞাসাবাদ করায় উত্তর দিলেন 'শ্মশানে' ছিলাম। এরপর দেখা গেল কিছুদিন পরপরই মুকুন্দ দাস শ্মশানে গিয়ে রাত কাটিয়ে আসতেন। এসব দেখে শুনে মামা অন্নদাবর্ধন মুকুন্দ দাসকে বাবা-মায়ের কাছে বরিশালে পাঠিয়ে দিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

সব কিছু শুনে গুরুদয়াল ছেলেকে কিছুই বললেন না। অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের এই স্কুলে এসেও মনোযোগের অভাব। শেষ পর্যন্ত তিনি এনট্রান্স পাশ করতে পারলেন না।

এই মহান শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আগামীদিনের পথ বেছে নিয়ে তিনি তাঁর পিতার ছোট্ট মুদি দোকানে এসে বসেছিলেন। মুকুন্দ দাসের কণ্ঠস্বর ছিল মধুর ভগবান প্রদত্ত। কিছুদিনের মধ্যে ই তিনি শ্রীবীরেশ্বর গুপ্তর সংস্পর্শে এলেন। শিল্পী সংসর্গে তাঁর উন্নতি হতে লাগল। বীরেশ্বর গুপ্ত ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত ও গায়ক। বীরেশ্বর গুপ্তর কীর্তনের দলে যোগ দিয়েছিলেন শুধু নয়, মুকুন্দ দাস দলের অন্যকতম প্রধান হয়েছিলেন। সেই ঊনিশ বছরেই তিনি বরিশালবাসীকে কীর্তনে মুগ্ধ করেছিলেন।

১৩০৭ সাল, পূজোর ছুটীর পর বরিশাল শহর প্রায় জনশূন্য। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বেলা দুপুরে মুকুন্দ দাস তাঁর মুদি দোকানের গদিতে বসে কয়েকজন অনুরাগীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড়ছেন। মাঝে মাঝে গানও আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন, সুন্দর এক নবীন সন্ন্যাসী এসে হাজির তাঁদের সম্মুখে।

অবাক হয়ে তাঁরা তাঁকে স্বাগত জানালেন। সন্ন্যাসীর মুখে হরি বোল হরি বোল বলার মধ্যেড় অপূর্ব এক ছন্দের ভাবমূর্তি।

মুকুন্দ দাসের প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসসী বললেন-আমার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই, আশ্রম বা আখড়াও নেই। এই হরি নাম সম্বল করেই আমি দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াই। আমি নিত্যানন্দ পরিবারের অবধূত রামানন্দ (হরি-বোলানন্দ) গোঁসাই নামে পরিচিত। মুকুন্দ দাস শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে আহবান জানালেন। এই নবীন সন্ন্যালসী এক সপ্তাহ মুদি দোকানে ছিলেন। রাত ভোর চলল শুধু কীর্তন। দিনে নামের ব্যাখ্যাব রাতে কীর্তন। হরি বোল হরি বোল নামেই রাত ভোর।

শ্যামাপূজোর গভীর রাতে তিনি মুকুন্দ দাসকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তেই রামানন্দ গোঁসাই পরম স্নেহভরে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন-আজ থেকে তোর নাম 'মুকুন্দ দাস', দীক্ষিত মুকুন্দ দাস নব বলে বলীয়ান হয়েছিলেন। দীপান্বিতার রাত্রিতে মুকুন্দ দাস দেখেছিলেন শ্যামা-শ্যামা একাকার-প্রভেদ কিছু নেই। অনেকদিন পর্যন্ত যজ্ঞেশ্বর এই বাল্যননামই লোকমুখে পরিচিত ছিল। মুকুন্দ দাস নাম কেউই প্রায় জানতো না। সেই রাতে যজ্ঞেশ্বর নতুন নামে নতুন মানুষেও যেন পরিবর্তিত হলেন।

১৩০৭ সনের পর থেকে তাঁর এই পরিবর্তন দেখে সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন -যজ্ঞার মাথাটা একেবারেই গেছে। তিনি ছোট বড় সকলের পায়ের ধূলো নিতে লাগলেন। গলায় তুলসীর মালা, খালি পা, সাদা বস্ত্র, গলায় উত্তরীয় সাদা।

দীক্ষার চারমাস পরে ভক্ত কালীপ্রসন্ন করের বাড়িতে মহোৎসব উপলক্ষ্যে কীর্তন গানের নিমন্ত্রণ হোল যজ্ঞেশ্বরের। সেদিন তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে এক বন্ধু মুদি দোকানে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন, একটি রুদ্ধ প্রায় দোকানঘরে একটি খাতায় তিনি কী লিখছেন ! বন্ধুকে দেখেই মুকুন্দ দাস লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করেই চললেন, সঙ্গে একতারাটি, কানে ঠেকিয়ে সুর তুলছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

আসরে উপস্থিত হতেই সকলে তাঁকে সাদর অভ্যির্থনা জানালেন। তিনি কিন্তু সাজানো আসরে গিয়ে বসলেন না। একতারা হাতে আসরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গান ধরলেন। তাঁর নিজের লেখা বাণী ও নিজের দেওয়া সুর এবং কণ্ঠের সাবলীলতায় পৌঁছে গেল সকলের হৃদয়ের অন্তস্থলে। ১৩০৮ সালের বসন্ত ঋতুতে মুদি দোকানে বসে যে গান সেদিন তিনি রচনা করেছিলেন সেটিই ছিল তাঁর প্রথম সঙ্গীত রচনা।

অন্যা ন্যব ভক্তরা তাঁর দীক্ষা নেওয়ার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু মুকুন্দ দাস নাম গ্রহণের খবরটা দু'একজন ছাড়া কেউ-ই জানেননি। গানটিতে রামানন্দ ও মুকুন্দ নামের সরাসরি উল্লেখ থাকলেও কারও তখন খেয়াল হয়নি বা গুরুত্ব দেননি।

সেই উনিশ বছর বয়সে মুকুন্দ দাস একশত গান লিখেছিলেন। সেই সব গানে উল্লেখ আছে রামানন্দ-মুকুন্দ। এই একশত গান তিনি বরিশালের আদর্শ প্রেস থেকে ছাপিয়েছিলেন। গানের বইটির নাম দিয়েছিলেন-'সাধন সঙ্গীত', দাম-আট-আনা। গুরু রামানন্দের নামে তিনি বইটি উৎসর্গ করেন। বইটি এখন আর পাওয়া যায় না।

এসময়েই তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম কালীদাস। কন্যার নাম চিন্ময়ী। পরে স্কুলের নাম হয় সুলোভা।

১৩১২ সালে স্বদেশীর বিজয় ঢঙ্কা শোনা গেল। বৈষ্ণব মুকুন্দ দাসের হৃদয়তন্ত্রী মাতৃমন্ত্রে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। অশ্বিনীকুমার দত্তের সংস্পর্শে এসে তিনি রাজনীতিতে আকৃষ্ট হলেন। অশ্বিনীকুমার বলেছিলেন- 'যজ্ঞা তোর এই কণ্ঠ আর প্রাণ নিয়ে তুই হবি নূতন যুগের চারণ, যাদের আজও ঘুম ভাঙেনি, তুই জাগিয়ে দিবি তাদের।' এই গুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তিনি গোপনে 'মাতৃপূজা' নাটকখানি লিখেছিলেন। লেখা শেষ করে মাতাপিতার আশীর্বাদ নিয়ে তের জন সঙ্গীকে তালিম দিয়ে, তাদের নিয়ে কপর্দকহীন মুকুন্দ দাস নিঃশব্দে পাড়ি দিয়েছিলেন বানরী পাড়ার উদ্দেশ্যেল।

আগেই তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গুহঠাকুরতাকে জানিয়েছিলেন,- 'অষ্টমী পূজার রাতে তোমাদের পূজামণ্ডপে আমার প্রথম প্রয়াস 'মাতৃ-পূজা' স্বদেশী যাত্রাভিনয় করতে চাই, আয়োজন করো।'

কিন্তু তিনি পথের মধ্যেপই বায়না পেয়ে সপ্তমী পূজার রাতেই 'মাতৃপূজা' প্রথম প্রকাশ্যেজ স্বদেশী যাত্রাভিনয় শুরু করেছিলেন। গ্রামটির নাম নবগ্রাম। একটানা সাতদিন তিনি সেখানে অভিনয় করেন। অর্থ পেয়েছিলেন অতি সামান্যি চার টাকা। নিজের ভাবাবেগ ও আত্মবিশ্বাসের জোরে তিনি অসাধ্যে সাধন করেছিলেন।

তাঁর এই স্বদেশী যাত্রা অভিনয় দেখার জন্য। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সব উন্মাদের মত ভিড় করতেন। শত শত যুবক, তাঁর এই আহবানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে গিয়ে তাঁরা সেই আসরে নিশ্চুপ হয়ে বসে দেখতেন। সাম্রাজ্যঁবাদী ব্রিটিশের শোষণের কথা তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠত। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রাখীবন্ধন আন্দোলনে বাঙালীর জাতীয় জীবনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার হয়। সে সময় চারণ কবি তাঁর সঙ্গীতের বিপ্লবের নব প্রেরণা ঘোষিত করেন।

BANGLADARSHAN.COM

'আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম, তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।'

তিনি যাত্রার আসরে ঝাঁপিয়ে পড়েই মাভৈঃ মাভৈ বলে গান ধরতেন। তাঁর রাজনীতির গুরু অশ্বিনীকুমারের কাছে সব খবরই আসত। তিনি মুকুন্দ দাসকে বরিশালে আনালেন। বরিশালবাসী অবাক হয়ে দেখলেন মুকুন্দ দাস আর কেউ নয় তাদেরই যজ্ঞা-যজ্ঞেশ্বর দে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কন্যার বিয়ে উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে প্রথম মুকুন্দ দাস কলকাতায় আসেন।

কলকাতায় আসার আগে এই 'মাতৃপূজা' অভিনয় দেখে তাঁকে তাঁর এক বিশেষ বন্ধু বলেছিলেন-'আপনি বরিশাল শহরে এসে গান করুন, তারপরে কলকাতা যান।'

উত্তরে মুকুন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন-'একটু সবুর কর, এদিক ওদিক থিকা একটু ঢিল কইরা বরিশালের ধূলা মাথায় মাখুম, তারপর একদম শিয়ালদা স্টেশনে নাইমা কইলকাতা ধৈরা এমন একটা ঝাঁকি দিমু যে সেই ঝাঁকিতে সমস্ত বাংলাদেশ কাঁপাইয়া দিবো।'

দেশবন্ধুর ডাকে তিনি কলকাতায় এলেন। অশ্বিনীকুমার দত্তই তাঁকে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন।

দেশবন্ধু ও অন্যান্য বিশেষ দেশবরেণ্যে নেতাদের সামনে তিনি তাঁর প্রাণ-মাতানো যে অভিনয় করেছিলেন তার তুলনা হয় না। সেদিন কলকাতার সব সম্ভ্রান্ত গুণিজন মুগ্ধ। তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন- নিপীড়িত বাংলার বুক থেকে এক নূতন সূর্য রশ্মি জেগে উঠছে। দেশবন্ধু সেই আসরে মুকুন্দকে নিজের হাতের সোনার হাতঘড়িটি, আশীর্বাদস্বরূপ উপহার দেন।

মুকুন্দ দাস মাত্র সাতদিন কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার কড়া আদেশ দিলেন, মুকুন্দ দাসকে সাত দিনের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার।

তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে কলকাতা ছাড়েন।

পুলিশ কমিশনার প্রমাদ গুণছিলেন। মুকুন্দ দাস তাঁর অভিনয়ে-গানে, সাত দিনে কলকাতার বুকে এক সাইক্লোনের ঝড় তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশী শাসকের নির্যাতনে একটুও দমিত না হয়ে, মুকুন্দ বাংলার ছোট লাট স্যার বামফ্রিল্ড ফুলার সাহেবকে বজ্র কণ্ঠে শুনিয়েছিলেন-

‘ফুলার আর কি দেখাও ভয় !
দেহ তোমার অধীন বটে,
মন তো তোমার নয়।’

সরকার মুকুন্দের কণ্ঠকে রোধ করার জন্য! ইংজাংশন জারি করলেন। মুকুন্দ তক্ষুণি ঐ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে গান ধরেন,-এমনিভাবে ৩৬ খানি ইংজাংশনের এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়েও দমেননি। দমবার পাত্র ছিলেন না তিনি। কিন্তু ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের শ্যেনদৃষ্টি মুকুন্দের উপর পরে।

BANGLADARSHAN.COM

অবশেষে দিগন্তহীন মেঘনার বুকে নিশীথ রাতে সাহাবাজপুর যাওয়ার পথে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হন। বিচারে মুকুন্দের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশ টাকার জরিমানার আদেশ হয়।

‘মাতৃপূজা’ নাটক বাজেয়াপ্ত করা হয়। নোয়াখালিতে ‘মাতৃপূজা’র গান-গুলো ছাপা হয়েছিল। সেই গানের বইতে মুকুন্দ দাসের ছোট ভাই রমেশ দাসের নাম থাকায় তিনিও গ্রেপ্তার হন।

‘মাতৃপূজা’র পাণ্ডুলিপি আজও উদ্ধার হয়নি।

সরকার মুকুন্দকে বাংলায় আটক রাখতে সাহসী না হয়ে তাঁকে সকলের অগোচরে দিল্লি জেলে স্থানান্তরিত করেন। সেই সময় অনেক বিশিষ্ট নেতাদেরও গ্রেপ্তার করেন। তাঁদের মধ্যে বরিশালের অশ্বিনী দত্ত ছিলেন।

১৯০৮ সালে মুকুন্দ দাস এলাহাবাদ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সেখানকার কালীমন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে দেখলেন এক সন্ন্যাসিনী দাঁড়িয়ে আছেন। মুকুন্দ দাস তাঁকে চিনতে পারলেন এবং ওখানে তাঁকে দেখে খুব বিস্মিত হলেন। ইনি বরিশালের ভৈরবী মা বা মাতাজী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর অনেক শিষ্য-শিষ্যার মধ্যে মুকুন্দ পুত্রসম ছিলেন। তাঁর নিকট মুকুন্দ দ্বিতীয়বার দীক্ষাও নিয়েছিলেন।

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রণাম করে জানতে চান বাড়ীর কথা।

ভৈরবীর মুখে ম্লান হাসির রেখা। তিনি বললেন-'তোমার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে, যাও যমুনার স্নান করিয়া আস।'

মুকুন্দ পাষাণের মত এক মিনিট চোখ বন্ধ করে বলে উঠলেন-'জয় মা-মায়ের দান', বলে এই শোক শিরে তুলে নিলেন। এই দুঃসময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষ বসু তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন।

১৩১৭ সালে তিনি 'সমাজ' নাটক লিখে প্রচারে বের হন। 'মাতৃপূজা'র রাজনীতির প্রাধান্য ছিল। পুলিশের আওতার বাইরে থেকে কি অভিযান চালাবেন এই চিন্তা করেই সমাজের সব দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও সমাজ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য নিয়েই এই নাটক।

পণপ্রথা, বহু বিয়ে, কুলীনের দাপট, অস্পৃশ্যনতা, জমিদারের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ছিল এর বক্তব্য। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নাটক যদিও তবু পুলিশ ঘিরে থাকত যাত্রার আসর।

প্রথম দিনই নাটকের বায়না নিলেন বরিশালের এক প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ি। আগে থাকতেই এই জমিদারের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন বরিশালবাসী। জমিদার ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং বহুদোষে দোষী।

অভিনয় শুরু। তিল ধারণের জায়গা নেই। অভিনয় শেষ হতে জমিদারবাবু মুকুন্দকে ডেকে পাঁচটি টাকা দিয়ে নবাবী সুরে উত্তেজিত হয়ে বললেন,-'শুনিয়াছিলাম, তুমি একটি সৎ লোক, কিন্তু তুমি আমার বাড়িতে আমাকে গালাগাল দিলে, অন্য, কেউ হইলে টাকার বদলে পঁচিশটি জুতার বাড়ি দিয়া বিদায় করিতাম।'

BANGLADARSHAN.COM

মুকুন্দ দাস টাকা পাঁচটি ও জমিদারের পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন- 'মহারাজ আপনার জুতার বাড়িও যে আমার আশীর্বাদ।'

তিনি এমন আক্রমণ করেছিলেন, এই অভিনয়ের মধ্যে, যা নাকি জমিদারকে ক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলো। পরে তিনি যখনই যেখানে অভিনয় করতেন তখন তিনি এই পুরস্কারের কথা রসিয়ে ঘোষণা করতেন।

'মাতৃপূজা', 'সমাজ', 'ব্রহ্মতারিণী', 'মিলন', 'পথ', 'সাথী', 'পল্লীসেবা', 'কর্মক্ষেত্র',- এই সব নাটকে ও গানের মধ্যজ দিয়ে তিনি মানুষের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করেছেন।

তিনি কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত ও বৈষ্ণব মুকুন্দের ভাবের কোন বিরোধ ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মনে কখনো স্থান পায়নি। ইদুজ্জোহা উৎসবে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে যোগ দিতেন ; ইসলামের তত্ত্ব, অজু নমাজ ও কোরবানির তত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন।

তাঁর নিজের বাড়িতে যখন তিনি কালী ও রাধাগোবিন্দর মন্দির স্থাপন করেন- তিনি তাঁর মুসলমান মালীর জন্য মসজিদেরও ব্যকবস্থা করে দিয়েছিলেন।

বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান বিশিষ্ট মুসলমান বলেছিলেন- 'মুকুন্দের গান শুনিলে গুনাহ হয় না।'

তাঁর যাত্রার আসরে, অভিনয় শেষে এমন কোনো আসর ছিল না-যেখানে তিনি বিশেষ কোনো পুরস্কারে পুরস্কৃত হন নি। তিনি সাত'শ মেডেল পেয়েছিলেন, সোনার ও রূপোর।

মুকুন্দ দাসের পাগড়ীটির ওপর যে চাঁদ ও তারাটি জ্বল জ্বল করতো, সেটি দিয়েছিলেন করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলি খান পন্নী মহাশয়।

মুক্তাগাহার জমিদার তাঁকে একটি গলার হার দিয়েছিলেন। সোনার হারটির লকেটে একদিকে কালী অন্যতদিকে কৃষ্ণ মূর্তি ছিল। ময়মনসিং জেলার হেমনগরের জমিদার (হেমবাবু) মুকুন্দ দাসকে ৩৩ খানি মুক্তো দিয়ে একটি সোনার স্টার করে দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

কবি প্রিয়ংবদা দেবী তাঁকে আশীর্বাদ করেন একটি তিন ভরি ওজনের সেফ্‌টিপিন দিয়ে। স্যা র আশুতোষ মুখোপাধ্যাবয় একটি লাঠি, রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে তাতে লিখে দিয়েছিলেন-

'যে রাখে আমারে
তার হয় না বিপদ,
মুকুন্দের সখা আমি মূর্খের ঔষধ।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'সন্তান' বলে অভিনন্দন জানান। শ্রীহট্টবাসী 'চারণ সম্রাট' উপাধি দান করেছিলেন। নজরুল ইসলাম- 'বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ সম্রাট', বলে সন্মানিত করেছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

এত সব পুরস্কারের মধ্যে তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ছিল-দেশবাসীর আন্তরিক আশীর্বাদ। তিনি তাই মনে করতেন। তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে বহু আর্তজনের দুঃখকষ্টের লাঘব করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন।

মুকুন্দ দাস অনেকের লেখা গান তাঁর অভিনয়ে গেয়েছেন। তিনি যতটা সম্ভব গানগুলোর পরিচিতি রেখেছেন। যা পারেননি তার জন্যত ভুল স্বীকারও করেছেন।

মুকুন্দ দাসের পিতা গুরুদয়াল দে, বাংলা ১৩৩৩ সনের আগেই পরলোক-গমন করেন। মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী মুকুন্দ দাসের মৃত্যুর পরেও বহু বৎসর বেঁচে ছিলেন।

মুকুন্দ দাস শেষবারের মত চৈত্র মাসের শেষ দিকে কলকাতায় এসে, অন্নদা নিয়োগী লেনে বাড়ি ভাড়া করে, দল নিয়ে অভিনয় করে গিয়েছিলেন। সেই অভিনয়ের সময় তিনি অশ্রুজলে ভেসে আকুল হয়ে বলেছেন-মাতৃমণ্ডলিকে সম্বোধন করে-

'মা সকল আমাদের গান শুনিতে আসিয়াছেন, কিন্তু গান শুনাইবার সাধ আর আমার নাই, এখন আসিয়াছি শুধু চোখের জলে আপনাদের পা ধোয়াইবার জন্য।

মা সকল ভারতের বড় দুর্দিন। আমি জানি যে মা না জাগ্রত হইলে সন্তানদের ঘুম ভাঙ্গানো যাইবে না।'

'ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ী বঙ্গ নারী
কভু হাতে আর প'র না।'

তিনি এই গান করার সময় নয়ন জলে ভাসতেন। আবার তাঁদের কটাক্ষ করে গেয়েছেন-

‘মোরা ঢুকেছি যে রঙমহলে,
আর যাব না রান্নাঘরে।’

জ্যৈষ্ঠ মাসের তিন তারিখ, সেদিন বিশ্রাম। বৃহস্পতিবার তিনি বেলেঘাটায় এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে অনেক রাতে এলেন। পরদিন চার তারিখ জ্যৈষ্ঠ, ল্যান্স ডাউন রোডে শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদারের বাড়ি গীতা ভবনে গান করবেন ঠিক ছিল। কিন্তু শুক্রবার চার তারিখের ব্রাহ্ম-মুহূর্তে মুকুন্দ দাস বিছানায় থেকেই তাঁর সেবক কালীচরণকে ডেকে তাঁর তুলসীর জপের মালাখানি দিয়ে তাঁকে ঘরের বাইরে চলে যেতে বললেন। আরো বলেন,-কেউ যেন তাঁকে বিশ্রামে বাধা না দেয়। সে দরজা বন্ধ করে বাইরেই অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু বেলা হওয়ায়, দলের ম্যানেজার শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্তী, তিনি সাহসে ভর করে ঘরে গিয়ে দেখলেন-তাঁর ঐ বিরাট দেহ শয্যা জুড়ে শান্তির চিরনিদ্রায় লীন। প্রাণের স্পন্দন নেই। বাংলার এক বীর সন্তান জাগ্রত অনুভূতির মধয হ দিয়ে মহামায়ার মহাশক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন। ১৩৪১ সালে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ইং ১৯৩৪ সালের ১৮ই মে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে এই আপসহীন মুক্তি সংগ্রামী দেশবাসীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

মুকুন্দ দাস ভারতের এক উজ্জল নক্ষত্র। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও নাট্যকার। মুকুন্দ দাসকে মনে রাখার মত যথেষ্ট উপকরণ তিনি রেখে গিয়েছেন। দুর্ভাগ্যঠ, তার মূল্য দিতে আমরা পিছিয়ে গিয়েছি। আমাকে যিনি এই কাজে ব্রতী করেছেন তাঁর কাছে আমি ঋণী।

BANGLADARSHAN.COM

মুকুন্দ দাসের পুত্র কালীপদ দাস,-তাঁর নিকটও আমি ঋণী তিনি আমাকে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্যর করেছেন।

৺সুরেশ গুপ্ত মহাশয়ের উদ্দেশ্যে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আর কৃতজ্ঞতা জানাই বসুমতী সাহিত্যস মন্দিরের ম্যামনেজিং ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগকে ও কর্মীবৃন্দদের। তাঁরাই আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে আমি এই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে সাহসী হয়েছিলাম। সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

মুকুন্দ দাস নিজে ডাইরি লিখতেন। তাঁর শৈশব জীবনের কথা, বরিশালের স্মৃতি, পারিবারিক বহু তথ্যউ সহ সেই ডাইরি হারিয়ে গেছে। যা কিছু সামান্যব পাওয়া গেছে তাও সম্পূর্ণ নয়।

এ সব তথ্যেগর জন্যঁ আমি ৺শৈলবালা ঘোষ দস্তিদার, ৺সুরেশ গুপ্ত মহাশয় এবং ন্যাৎশানাল লাইবেরীর নিকট কৃতজ্ঞ। তথ্যত সংগ্রহে যা পেয়েছি সবই দেশবাসীর কাছে তুলে ধরলাম। আমার ভুল-ক্রুটির জন্যশ আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বসুমতীকে আমি এই ১৩৩ খানি গান সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ‘কর্মক্ষেত্র’ নাটকটি সবই বিনা শর্তে দিলাম। এই বইতে আমার কোনই দাবী রইল না। দেশবাসীকে উদ্দেশ্য্ করে আমি এই বই বসুমতীকে সমর্পণ করলাম।

এতে আমার কোন শর্ত নেই।

বিনীতা- চারণকবি মুকুন্দ দাসের
দৌহিত্রী-পুতুল দেবী।
১৮-৮-১৯৮৯

BANGLADARSHAN.COM

ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥

: গান :

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল এক তালা।

জাগরে জাগরে, ডাকরে ডাকরে,
মাতরে মায়ের নাম গানে।
প্রেমানন্দময়ী প্রেমানন্দ দানে
তুষিবেন আপন সন্তানে॥
ঘুচিবে আঁধার, ভাসিবে আলোকে,
নাচিবে ভারত, বিপুল পুলকে,
আবার ফুটিবে, পারিজাত মল্লিকে,
সমাজ-নন্দন কাননে।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি, মায়ের কৃপায়,
অঘটন ঘটে, যদি মা ঘটায়
রতি মতি ভক্তি, থাকলে সে পায়,
ভয় কি তরঙ্গ তুফানে॥ ১॥

BANGLADARSHAN.COM

লুকোনো মাণিক-সুর।

মা আমার বিশ্বরাণী
আমি তাঁর আদরের ছেলে,
এই রতন মাণিক হীরে সোনা,
সবই মায়ের পদতলে।
মা, সবাই দেছেন কোঠা গাড়ী,
আমার গাছ তলাতে বাড়ী,
এ ঘর ভাঙ্গবে নাকো টুট্‌বে নাকো,
ক্ষয় হবে না কোন কালে।
মায়ের খাস তালুকে বসত করি,
জমিদারের কি ধার ধারি,
এর ডিক্রী নাইকো নিলাম নাইকো,
বিশ্ব ডুবুক না প্রলয়ের জলে।
শ্রীগুরুর কৃপা পেয়েছি,
খাঁটি সোনা হয়ে গেছি,
তাই মুকুন্দ আনন্দে নাচে,
জয় তারা জয় তারা ব'লে॥ ২॥
শ্রীমুকুন্দ দাস।

BANGLADARSHAN.COM

সুর-বাউল কীর্ত্তন।

মাকে ডাক্ দেখি সবে বদন ভরে,
দেখি কান খেয়ে বেটী ক'দিন থাকতে পারে॥
ভক্তি মন্ত্র দিয়ে যদি, ডাক আজ নিরবধি,
ঠিক দাঁড়াবে ক্ষেপী আমার,
অসি লয়ে করে॥
ক্ষেপী যদি উঠে দাঁড়ায়,
দেখে পাপ ভয়েই পালায় ;
এ মুকুন্দ বগল বাজায়-
বম্ বম্ বম্ হরে হরে॥ ৩॥

BANGLADARSHAN.COM

ব্যাঙের সুর।

জয় জয় সনাতনী, জগত পালিনী,
বিশ্ব বিহারিণী ত্বং,
দুরিত-হারিণী, বিপদ বারিণী,
প্রেমবধু দায়িনী ত্বং।
গাওতো নাচতো, বোতল ভোলা,
মম প্রাণ প্রমোদিনী ত্বং॥
ডুবত ত্রিভুবন, প্রেম সলিলে,
প্রেম প্রবাহিনী ত্বং॥
পিবত ভকত, চিত প্রমোদিত,
মোদ বিহারিণী ত্বং॥
যাচত দীন জন, শ্রীপদ কমলে,
দীন জন জননী ত্বং।
দেহি মে বুদ প্রেম, গাওত গাওত,
পততি জন তারিণী ত্বং॥ ৪॥
শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত।

BANGLADARSHAN.COM

বীমুর্চ্ছা পরে নারীকুলে।

সুধু আপন নিয়ে আলো,
আপনমালা শোভে ভালো,
আপন হারা বেহুস বিনে,
মরম কেউতো বুঝ্‌বে না॥
যে জন আপন নিয়ে আছে বসে,
থাক্‌না সে তাকিয়া ঠেসে,
হক্‌না নাম তার দেশ বিদেশে,
তার ফক্কা বিনে মিলবে না॥
যে জন আপন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে,
দুনিয়ার পায় প্রাণ সঁপেছে,
আত্ম-নিঝর কোথায় আছে,
পেয়েছেরে তার নিশানা॥ ৫॥
শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত।

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল ঝাঁপ।

কিবা সজল জলদ অঙ্গ,
সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরু মূলে,
হেরিলে হরে জ্ঞান মন,
প্রাণ পড়ে পদতলে।
নবীন নটরাজ, কে বিরাজ ব্রজমণ্ডলে,
সাজ হেরি লাজ দ্বিজ,
নভো মহী-মণ্ডলে ;
এমন মনোহর মাধুরী,
না হেরি মহী-মণ্ডলে।
যেন প্রখর প্রভাকর কিরণ,
মকর-কর-কুন্তলে॥
উচ্চ শিখিপুচ্ছ সহ,
উচ্ছ চূড়া বামে হেলে ;
তুচ্ছ শিখিপুচ্ছ দেখে,
মূর্চ্ছা পরে নারীকুলে,
ভূবন করেছে আলো,
বনমালা শোভে ভালো,
বাস পরে রাস করে,
ভাস করে হেলে দুলে॥
মধু অমৃত হাসি,
সুধা রাশি রাশি করিতে পারে,
বংশী বাদ্যর শুনে মন উদাসী,
(ওর) দাসের দাসী করিতে পারে ;
নীলকণ্ঠে ভণে ক্ষণে ক্ষণে
অচেনারে চিনিতে পারে,
চিনিতে পারে চিনিতে পারে,
কিনিতে পারে বিনা মূলে॥ ৬॥
৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যালয়।

BANGLADARSHAN.COM

বাউল সুর।

এ সব দেখে শুনে ধাঁ ধাঁ লাগে
বুঝে উঠা দায়।
এর কোন্‌টা যে ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক,
ঠিক করিতে না পারি তায়॥
কেহ সত্যে পথে চলে,
ভাসে সুধু নয়ন জলে,
কত পাপী ভূমণ্ডলে,
হেসে নেচে চলে যায়॥
কেউ সারা দিন খেটে খেটে,
দিনান্তে না পায় রে খেতে,
কারো খাবার দিনে রেতে,
জোটে কত কেবা খায়॥ ৭॥
(অজ্ঞাত)

BANGLADARSHAN.COM

ব্যাঙের সুর।

কেও রণ রঙ্গিনী, প্রেম তরঙ্গিণী,
নাচিছে উলঙ্গিনী, আসর আবেশে হায় ;
কুন্তল দল দল, চুম্বে চরণ তল,
মধুব্রত চঞ্চল, ঝঙ্কারে পায় পায়॥
তুঙ্গ পয়োধরা, রঙ্গে লাস্যত পরা,
সঙ্গে কামধুরা, কোটী যোগিনী ধায়;
হুঙ্কারে ঘন ঘন, কম্পিত ত্রিভূবন,
শঙ্কিত দেবগণ, শঙ্কর লোটে পায়॥
লাস্যত সমুল্লাসে, চন্দ্র সূর্য খসে,
কক্ষ ভ্রষ্টাকাশে, গ্রহ তারা নিভে যায়,
গভীর অন্ধকারে, বিশ্ব ব্যাপ্ত করে
সপ্ত সাগর নীরে, সুস্থ ধরণী ডুবায়॥
বধ বধ হন হন, প্রহরণ ঝঞ্চন,
প্রবল প্রভঞ্জন, বুঝি প্রলয় ঘটায়;
কোটী বিজলী হাসি, বিম্বিত ভীম অসি,
নিশম্ভু রণে নাশি, শোণিতে তৃষ্ণা মিটায়॥
ভীষণাদপি ভীষণা, প্রেমফুল্লাননা,
হেরী নিরভয়া কণা, ইন্দুপদে বিকায়,
কালী করাল বশে, শমনে জয়ী অনায়াসে,
কাটিয়ে অষ্ট পাশ, মহা শিবে সে মিলায়॥ ৮॥
শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।

BANGLADARSHAN.COM

বাউল সুর।

ঘোর কলিকাল, যা দেখি সব উল্টা তোর।
নৈলে মায়ে করবেন দাসী পণা,
গিন্নি উঠ্‌ছেন মাথার পর॥
হয়েছে দুনিয়ার কি দোষ,
সবে খোঁজে পরের দোষ,
দেখে আমার পাচ্ছে হাসি,
(এ সব) বাবুদের কি জ্ঞানের জোর॥
যে জন সদা খাচ্ছে মদ,
বেশ্যাস যার পরম সম্পদ,
সে নয় দোষী তার উচ্চ পদ,
যে না খায় সে মদখোর॥
সদা অসতের আদর,
সতের যে হচ্ছে অনাদর,
বেদ ভাগবত ফক্কিকারী,
বাবুরা সব নোভেল পড়ে প্রেমে ভোর॥
দেখে শুনে ভবের’ভাব,
মুকুন্দের পুরিল অভাব,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখিয়ে,
ভাঙ্গলো আমার ঘুমের ঘোর॥ ৯॥

BANGLADARSHAN.COM

কীর্ত্তন সুর-তাল ঝাঁপ।

আমরা কেন ভোগে ভুলিব,
আমরা যে ভাই ত্যাগীর ছেলে।
এমন ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে,
অনুমানি তা গেছি ভুলে॥
ভুলেইত এ দুর্গতি,
ঘট্‌ছে মোদের পদে পদে,
নৈলে কোটী কোটী মাথা,
লুট্‌তো এসে মোদের পদে ;
দেখে কাঁপিত বিশ্ববাসী,
বিশ্ব পায়ে লুট্‌তো আসি,
দৃশ্য দেখে বিশ্বপতি,
কৃপা বারি দিত ঢেলে॥
মনে নাইরে মোদের
পূর্ব্ব পুরুষগণের স্মৃতি,
কেহ দণ্ডী ব্রহ্মচারী,
কেহ সন্ন্যাসী কেহ যতি,
যোগাসনে বসে কাটাতো কাল কুতুহলে॥
মনে করলে হ'তো তারা
এ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি,
তা হয়ে নিবিড় বনে,
নীরবে রৈত দিবা রাতি,
কত রাজ রাজেশ্বর আসি,
তাদের চরণতলে বসি,
কৃপাবিন্দু লাভের তরে,
পা ধোয়াত আঁখি জলে॥
এখন দেখ্‌ছি কাল স্রোতে,
কইছে তার বিপরীত ধারা,
ত্যা গীর ছেলে ভোগীর পায়ে,
ঢালছে কত অশ্রু ধারা,
পাপ উদর আর স্বার্থের লাগি,

BANGLADARSHAN.COM

আত্মগৌরব হারালে ;
এখনো সময় আছে,
বসে যারে গভীর ধ্যানে,
ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে
বাধ্যড কর সে ভগবানে ;
পুনঃ যদি তা পারিস হ'তে,
তবেই দেখ্‌বি এ ভারতে
বইবে আবার উল্ট স্রোত,
ভাসিবি সুখের হিল্লোলে॥
যাওনা পুনঃ গুরু গৃহে,
ধরণা ব্রহ্মচারীর বেশ,
কর উচ্চ বেদধ্বনি,
শ্যাম গানে জাগাও না দেশ ;
হওনা পুনঃ সর্ব্বত্যাগী,
রওনা জগত মঙ্গলে॥
পুন যদি সাধনাতে
একটী ব্রাহ্মণ হ'তে পার,
(তবে) কার্য্য ক্ষেত্রে মায়ের নামে,
এ জগত মাতাতে পারো,
তবেই যাবে এ দুর্গতি,
নৈলেরে ভাই অধোগতি ;
এতেই ডুবে যাবেরে ভাই,
মোহ সিন্ধুর অতল জলে॥ ১০॥
শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য ।

BANGLADARSHAN.COM

কীর্ত্তন।

এ কি, আরতি তব বিশ্বপতি,
তোমারি বিশ্ব মন্দিরে,
ওঠে অজুত কণ্ঠে উদার গীতি,
তোমার পানে গম্ভীরে॥
বাজে শঙ্খ ঘোর সঘনে,
চন্দ্র তারকা কাঁপে গগনে,
জলদ মন্দ্রে প্রচারে পবনে,
ভূবনে ভূবনে অধীরে॥
নিষাধ রিষাভ গান্ধার তান,
মূর্ত্ত রাগিনী লভিল প্রাণ,
দিগদিগন্ত কম্পমান,
শিহরে ধরণীরে ;
জয় জয় জয় মহিমাময়,
চির সুন্দর মঙ্গলাময়,
(জয় হে জয় প্রেমময়)
(জয় হে জয় আনন্দময়)
মূরতি ধরিয়া উঠুক আরতি
মন প্রাণ শরীরে॥ ১১॥
শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যা য়।

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিট-তাল একতালা।

আয়রে সকলে ভাই ভাই মিলে,
মায়ের নামে আজ মেতে যাই ;
ঘরের ছেলে ঘরে আয়রে তোরা ফিরে,
সবে মিলে মায়ের জয় গাই॥
আত্ম পর ভাব,
ভুলে যারে সবে,
কাঁপারে জগত সচ্চিদানন্দ রবে,
ছাড়রে হুঙ্কার খেলুক বিজুলি,
চলে যাক আঁধার আলোক পাই॥
যাঁদের ডাকে এক দিন
জগত দিত সাড়া,
মোদের পূর্ব্বে পুরুষ হ'ত তারা,
উঠে পরে লাগ, নূতন দিতে হবে,
জগতে এখন নূতনই চাই॥
ভয় আছে কিরে, যদিও ছোট হই,
মায়ের নামের ডঙ্কায়, হয়ে যাবো জয়ী,
সমগ্র জগত হবে গলাগলি,
কহিছে মুকুন্দ দেখিবে তাই॥ ১২॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিট-তাল একতালা।

ডাক মা মা বলে মন প্রাণ খুলে,
ভয় কি অকুলে কালি দিবেন কুল।
মায়াময় সংসারে, কর্ম্ম চক্রে ঘুরে,
স্থুল পেয়ে জীব ভুলে যায় রে মূল॥
অদ্যল কল্যব পরশু, না হয় বছর পরে,
যেতে হবে বিধির বিধান অনুসারে,
মোহ অন্ধ জীব, ভেবে দেখ নারে,
আপন ভেবে যতন করাই যে ভুল॥
হাসি কান্না নিয়ে রঙ্গ মঞ্চে আসা,
দেখে শুনেও মোদের মিটে না পিপাসা ;
আশা নদীর ভাই, কুল কিনারা নাই,
নিরাশাই শান্তি, সাধন তত্ত্বের মূল॥
কালী নাম অস্ত্রে কেটে মায়া ডুরি,
বুক ফুলিয়ে তোরা চলরে সারি সারি,
মা নামের ভেরি, বাজাবে মুকুন্দ,
পাইলে তোদের চরণেরি ধূল॥ ১৩॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল সুর।

এসেছে লেংঠা যাইবে লেংঠা,
মাঝ খানে কেন গণ্ডগোল।
কেউ ডাকে কাকা, কেউ ডাকে বাবা,
কেউ বলে ভাই, আবল তাবল॥
জননী জঠরে দশ মাস ছিলি,
ভুমিষ্ঠ হইয়ে মা ডাক শিখিলি,
করি স্তন পান, জীবন বাঁচিলি,
এখন ভুলে গেলি, সে মা মা বোল॥
মণি মুক্তা আদি, ধন অগণিত
বোকা তুমি তাই, যতন কর এত ;
মিছে ধন আশায় হয়ে বিচলিত,
টাকা টাকা টাকা করছে রোল॥
ভাই বন্ধু আদি, পরিজন যত,
শেষের সাথী, এরা কেউ নয়রে তো ;
কালী কালী কালী, বল অবিরত,
যদি অন্তে পেতে চাস মায়েরি কোল॥ ১৪॥
স্বর্গীয় বলরাম ঠাকুর।

BANGLADARSHAN.COM

বাউল সুর।

মাটিই খাঁটি ভবে,
মাটির দেহের পরিপাটি, মাটিতে লয় হবে।
দু’দিনের জন্যের আসা,
দু’দিনের ভালবাসা,
দু’দিনেই ভাঙ্গে বাসা, স্থায়ী হয় কে কবে॥
কাল সাগরে উঠ্‌ছে তুফান
আর কতদিন রবে,
এখনো ভুলে যারে দলাদলি গলাগলি হয়ে সবে
সকিল এক পিতার ছেলে,
আছি এক মাতার কোলে,
ভাব একটু গোলক ধাঁধার ধাধা ঘুচে যাবে॥
ধনী দীন সকলে ভাই
এই মাটির কোলেই শোবে ;
মুকুন্দের লেংঠা আসা, লেংঠা যাওয়া,
ভবের খেলা সাঙ্গ যবে॥ ১৫॥

BANGLADARSHAN.COM

কীর্ত্তন।

দীনে দয়া কর দেখি গো
দীন দয়াময়ী শ্যামা মা।
সবাই বলে দীন তারিণী,
দেখি সে নামের মহিমা॥
জাগ কুলকুণ্ডলিনী,
অজ্ঞানে জ্ঞান দায়িনী,
মোহ আঁধার যাক্ মা কেটে,
জুড়াই আমি রূপ দেখে মা॥
হৃদি পদ্ম উঠ্‌লে ফুটে,
মায়ার বাঁধন যাবে টুটে,
আনন্দে আনন্দময়ীর,
প্রেম সাগরে ডুব দিব মা॥
নাম রসে যাই মা মজে,
নামের ভেরি উঠুক বেজে,
মুকুন্দের সাধ মিটে যাক্
নেচে গেয়ে যাই চলে মা॥ ১৬॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল সুর।

এমন দিন কি আসবে মোদের,
আমরা আবার মানুষ হবো।
ভুলে যাবো দলাদলি প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে দিবো॥
ছোট বড় যাবো ভূলে,
প্রাণের কপাট দিব খুলে
বাবু, এই দুটী আখর,
নামের পেছন থেকে উঠিয়ে দিবো॥
মেয়েলি ঢং দিবো ছেড়ে,
ফেসন দিবো ঝাটিয়ে দূরে,
গোপ রেখে চুল সমান কেটে,
বীরের মতন কাজ করিবো॥
মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে,
দাঁড়াবে সব বুক ফুলিয়ে,
দেখে মুকুন্দ জয় মা বলে,
ঝাঁপ দিয়ে মা'র কোলে যাবো॥ ১৭॥

BANGLADARSHAN.COM

কীর্ত্তন।

রক্ত সুরঞ্জিত, মঞ্জীর গুঞ্জিত,
নীল নলিনী পদ যুগ্মং,
পশ্বতু শিব শিত, হৃদয় সমাশ্রিত
মা ধুত মনুপম রূপং॥
উজ্জ্বল নীল, কাদম্বিনী কুন্তল,
লুণ্ঠন বহু শোভ মর্ম্মং।
লম্বিত নর শির কণ্ঠ মাল মোহ,
করধৃত খর কর বালং॥
কিবা চঞ্চলা পাঙ্গ, তরঙ্গ বিরঙ্গিতা,
নঙ্গ দহন হৃদি লীনং।
নব জল দ্যোতী, কোটিল সন্তনু,
সিন্দু কমল দল ভান্তং॥ ১৮॥
শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল একতালা।

কৃষ্ণ নাম অমিয় পাথার,
সে জানে যে দিয়াছে সাঁতার।
বাতাস যদি হয় সাধূ সঙ্গ,
উথলয় প্রেমের তরঙ্গ ;
তরঙ্গ দেখে ভয়ে মন মাতঙ্গ,
ব্যাকুল হয়ে দেয়রে সাঁতার॥
অকুল পাথার নেই কোন আকার,
দিবি যতই সাঁতার দেখবি নিরাকার ;
পাথারে ডুবলে পরে দেখবিরে সাকার,
আছে রসের মানুষ নির্ব্বিকার।
সে মানুষ কদম্বে ঠেকা,
সদা হয়ে আছে ত্রিভঙ্গ বাঁকা ;
বাঁকা বাঁকার মতন বাঁকা,
রসে মাখা তনু তাঁর।
বলেন গোসাঞি রামানন্দ,
অতি যতন করে শুনরে মুকুন্দ ;
সদা বল বদনে রাধে গোবিন্দ,
দেখ্‌বি যদি অপরূপ তাঁর॥ ১৯॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঝিট-তাল একতালা।

শ্রীগুরুর অনুগত যে জন হয়েছে।
সে জন গুরুর স্বরূপ দেখেছে॥
বাহিরে যে রূপের প্রকাশ,
সে নয় রূপের প্রকৃত বিকাশ।
স্বরূপ সদা থাকে অপ্রকাশ,
পায় প্রকাশ অন্তরঙ্গের কাছে॥
যেরূপ গুরুর অন্তরে ভাসে,
যেই স্বরূপ নিত্যর ব্রজে বিলাসে।
বিলাসে নিত্যি নূতন নূতন রসে,
ভঙ্গি বাঁকার ভঙ্গি বুঝে কে॥
গুরু কৃষ্ণ একইরে মুর্ত্তি,
যার হৃদয়ে যেরূপ হয় স্ফূর্ত্তি,
তার হয় গুরু রূপে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি,
রাগ মার্গে যে জন কৃষ্ণে ভজেছে॥
বলেছেন শ্রীরামানন্দ রায়,
যে তার অনুগত তারে কেবা পায়।
মুকুন্দ তোর রতি হ'ল না সে পায়,
তোর করম দোষে এমনি ঘটেছে॥ ২০॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী মনোহর সাই-তাল ঝুলন।

দেখবি যদি আয় সজনী,
প্রেমে মাখা গৌর আমার।
(আছে) রাধা প্রেমে মাখা আঁখি,
ব্রজেন্দ্র শ্রীনন্দ কুমার॥
নাই ধরা চূড়া বাঁশী করে,
রাধা বলে নয়ন ঝোরে,
পিরীত করলে যেন এমনি করে,
কাঁদায় কাঁদে দুই একাকার॥
সখিরে সেই বৃন্দাবনে,
(রাই) কৃষ্ণ লাগি ফির্‌ত বনে,
সেই রাইর অনুরাগ ক'রে মনে,
শ্যাম রাধা অনুরাগী এবার॥
কি পিরীত আমরি মরি,
না দেখ্‌লে যায় রে মরি,
(ত্যরই) এনেছে অন্তরে ভরি,
গৌর সে কিশোরী আমার॥
দেখ্‌ সজনী নয়ন ভরি,
গৌর সে কিশোর কিশোরী।
দাস মুকুন্দ ঐরূপ নেহারি,
ঐ যুগল চরণ করেছে সার॥ ২১॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

কেন অসার চিন্তা মন।
অসার ছেড়ে সার ভাবনা শ্রীগুরুর চরণ॥
হলি অনিত্যস সংসারে মত্ত,
নিয়ে মাতা পিতা পুত্রু,
দেখ নাকি নিত্য নিত্য,
হতেছেরে নূতন নূতন॥
ভাব্‌ছ কি মন বসে বসে,
এড়ায়ে তায় হেসে খুসে,
ভাবনা কি হবে শেষে,
মূঢ় কি আছেরে তোর মতন॥
(মন) যা রুচি ভাই কর তুমি,
(আছি) তোমার কাছে নাচার আমি,
বলি রামানন্দের শ্রীমুখ বাণী ;
গুরুই কিন্তু সাধন ভজন॥
রে মুকুন্দের মন উদাসী,
চিন্ত চরণ অহর্নিশি,
পার্‌লে হতে গুরুর দাসী ;
দেখবি ব্রজের যুগল রতন॥ ২২॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী মনোহর সাই-তাল ঝুলন।

(গৌর) রূপ সাগরে হও নিমগন।
(যদি) দেখ্‌বি যুগল রতন্‌॥
রাধা নামেতে হয়ে উদাসী,
ফেলে ধড়া চুড়া বাঁশী,
কটিতে ডোর কৌপীন কসি ;
করে কড়া ধারণ॥
কিবা তনু রসে মাখা,
হেরিলে কুল যায় না রাখা,
শ্যাম অংগ গৌর অংগে ঢাকা ;
প্রেমে মাখা নয়ন॥
ক'রে গোপীর মন চুরি,
লুকাতে গৌর গিরিধারী,
এসেছে চোর ন'দে পুরী ;
গৌর নীল রতন॥
মুকুন্দের ধর বচন,
ডোব মন মীনের মতন,
অনুরাগে মিলে রতন,
শুদ্ধ রাগের কারণ॥ ২৩॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী খাম্বাজ-তাল মধ্যমান।

মা তোর মহিমা কে পায় ?
ও পায়ের মহিমা যে পায়,
তারে কি মা সকলে পায়॥
কখন করাল বদনী কালী,
কখন ব্রজের বনমালী,
বামনে বলিকে ছলি ;
ত্রিলোক নিলে পায় পায়॥
ধ'রে অসি এলোকেশী,
শম্ভু নিশম্ভুকে নাশি,
কর্‌লে মুক্ত মুক্তকেশী ;
শঙ্কর বক্ষে রেখে পায়॥
বল্‌ব কি না এলোকেশী,
হলি কাত্যায়ণী মাসী,
ব্রত ক'রে ব্রজবাসী ;
পতি রূপে কৃষ্ণ পায়॥
বলি মা শ্যামমা শুভঙ্করী,
মুকুন্দের করম ডুরী ;
কর মা ছেদন ধরি দুপায়॥ ২৪॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী মনোহর সাই-তাল ঝুলন।

“পদ”

যতনের ধন, সে নীল রতন,
অযতনে গেল ছেড়ে।
শুনে না শুনিনু, মানেতে রহিনু,
(কত) সাধল চরণ ধরে॥
আগে যদি জানি, যাবে গুণমণি,
পরাণ পুতলী মম্।
তবে কি সজনী, মানে হয়ে মানী,
কাঁচ ব’লে ত্যজি হেম॥
ধ’রে কর করে, বলিল সাদরে,
ক্ষমা দে ক্ষমা দে ধনি।
মিছে কর মান, রবে না এ মান,
হারাবে সে নীলমণি॥
করি কি উপায়, বল সখি তায়,
ধরিগো দু পায় তব।
বিচ্ছেদ জ্বালায়, প্রাণ যায় যায়,
আর কি কালায় পাব॥
মুকুন্দের বাণী, কেঁদ না গো ধনি,
অচিরে পাইবে তাঁরে।
পিরীতের রীতি, সখি রে এমতি
সদাই নয়ন ঝরে॥ ২৫॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল ঝুলন।

বল দেখি মা তুই কে শ্যামা ?
(আমি) বুঝ্‌তে নারি শ্যাম কি শ্যামা॥
কখন মুক্তকেশী অসুর নাশী,
কখন অসি কখন বাঁশী,
হেরে অবাক হয়ে আছি বসি,
স্বরূপ রূপ পুরুষ কি বামা॥
কখন হরের মনমোহিনী,
আবার মদনমোহন-মোহিনী,
তব ব্রত ক’রে কাত্যায়নী
পেল পতি কৃষ্ণ ব্রজরমা॥
বল্‌ব কি মা কিবা জানি,
তুমিই অনন্তরূপিণী,
(হয়ে) তুমিই কি মা রাধা রাণী,
শ্যা   মের বামে দাঁড়াও শ্যামা॥
যোগমায়া যোগময়ী,
নিরাকারা ব্রহ্মময়ী,
মুকুন্দে করো মা জয়ী,
শমন রণে এবার শ্যায়মা॥ ২৬॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী পুরবী-তাল আড়া।

কি পেখিনু সজনীরে কাননে কদম্ব মূলে।
কিবা নব ঘন শ্যাম কালা কালী দিল কুলে॥
কাল শশী হেরে শশী,
কলঙ্কিনী পূর্ণ শশী।
হেরে অকলঙ্ক শশী,
প'ল খসি পদতলে॥
বাজিছে নিদয় বাঁশী,
বাসি কি গলাতে ফাঁসী।
বাঁধা প'ল ব্রজবাসী,
শুনে বাঁশী প্রেম জালে॥
চিনু সখি গৃহবাসী,
বাঁশী শুনে মন উদাসী।
হনু সখি বনবাসী,
জল আনিতে যেয়ে জলে॥
কালরূপ ভালবাসি,
সদা আঁখি নীরে ভাসি।
মুকুন্দ ভাবিছে বসি
যাবে কি যমুনা জলে॥ ২৭॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

আমার মন রাজি হ’ল নারে।
কারে নিয়ে যাই ভব পারে॥
পেয়ে মন ছ’জনার সঙ্গ,
মন আমার হয়েছে ভাই, মত্ত মাতঙ্গ
না পেলেম অঙ্কুশ ভাই সাধু সঙ্গ,
মাতঙ্গ কি দিয়ে ফিরাব রে॥
যখন বসি একলা বিরলে,
মন আমার চলে যেন বাদসাই চালে।
যায় দিল্লী লাহোর কত সহরে,
(ভাই) যা খুসী তার তাই করে॥
কি বল্‌ব দুঃখের কথা ভাই,
না বলে কি করি এখন লোক লাজে
ডরাই।
মন সদা ফিরে কামিনীর মুখ চাই,
আমি বলিহারি যাই তারে॥
মুকুন্দ বড় সাধ ক’রে,
সাজায়েছিল দেহ-তরী, মন মাঝি ক’রে॥
মাঝি হাল ছেড়ে বসেছেরে ভাই,
শ্রীগুরু এখন যা করে॥ ২৮॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

কৃষ্ণ বল বদনে, অতীব যতনে।
শয়নে স্বপনে কৃষ্ণ, ধ্যানে জ্ঞানে
নাম পরশ মণি, জগত চিন্তামণি॥
চারি ফল মিলে, কৃষ্ণ নাম গানে॥
কিসে দেব উপমা, অপার মহিমা।
প্রেম সিন্ধু উথলিবে, নাম স্মরণে॥
নাম প্রেমের পাথার, যে দেবেরে সাঁতার।
তার আনন্দে বহিবে ধারা, দু'নয়নে॥
যা তা নাম আনন্দে, পাবে প্রেম আনন্দে।
(বলে) ভাই দাস মুকুন্দে, ধরে চরণে॥ ২৯॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ভৈরবী-তাল ষৎ।

“পদ”

অপার করুণা তব,
বরসিছে শত ধারে।
(আমি) অতীব পতিত কিনা,
তাই দোষী হে তোমারে॥
কৃপাময় তুমি বটে,
তব কৃপা ঘটে ঘটে।
যে কৃপায় ও পদ ঘটে,
সে কৃপা হল না মোরে॥
শুন বলি কৃপার কথা,
কৃষ্ণ বড় দুঃখের কথা।
যে দেয় তব প্রাণে ব্য থা,
দেখি কৃপা তার উপরে॥
বল্‌ব কি সরে না কথা,
সুখীর কাছে দুঃখীর কথা।
সুখী বুঝ্‌লে দুঃখীর ব্যথা,
(রয় কি) মুকুন্দ মোহ আঁধারে॥ ৩০॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ভৈরবী-তাল মধ্যমনি।

আমার মন বল হরি হরি।
আর করো না চাতুরী॥
মায়া চক্রে পড়ে ঘুরে,
আসা ভবে বারে বারে।
দীনবন্ধু ডাকরে তাঁরে,
দীন আপনা পাসরি॥
সাধ করে মন এলি হাটে,
গেলি পরের বেগার খেটে।
দিবি কিসে খেয়া ঘাটে,
যখন চাবে কড়ি॥
পিতা মাতা সুত জায়া,
কায়া মাত্র সবই ছায়া।
মিশে যাবে ছায়ায় ছায়া,
ধর মায়ানদী পাড়ি॥
পাড়ি হয় না বলে ছলে,
এই ক'রোরে পাড়ির কালে।
বলি যা গোসাঞি বলে,
(ক'র) শ্রীগুরু কাণ্ডারী॥
শ্রীগুরু হয়ে কাণ্ডারী,
দেন যদি তাঁর চরণতরী।
মুকুন্দ যায় সুখে তরী,
কেটে নদীর পাড়ি॥ ৩১॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

ভবে সকলি অসার,
সার কর মন গুরুর চরণ,
মায়ায় ম'জ নারে আর।
মিছে দিনেক দুদিনের তরে,
ভবে আসা বারে বার॥
পেতে এক দোকান হাটে,
মর কার খাটনা খেটে,
পাছে ছ'লে গেছে বাটপাড়।
বাটপাড়ে বাটপাড়ী করে নিল,
হল না বেপার॥
মুকুন্দের কথা ধর,
দোকানি দোকান ছাড়,
মালিকের ধর গিয়ে পায়।
বল সকলি গিয়াছে আমার,
গুরু যা কর এবার॥
হলে তাঁর অনুগত,
করে না সে বঞ্চিত,
বাসনা পূরিবে তোমার।
সে দীনবন্ধু পতিত পাবন,
দয়া অসীম অপার॥ ৩২॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

মন কি কর ভাবনা।
সে ভাব হ'ল না॥
যার মত হলে ভাব,
অভাব থাকে না॥
ছ'জনার ভাবে হ'লে ভাব
কিসে তোর পুড়িবে অভাব।
এ বিশ্ব যার হয় রে স্বভাব,
তাঁর স্বভাব নিলে না॥
যে ভাবে মজেছ রে মন,
(মনে মনে) ভাব তুমি ভাবুক সুজন।
শুনি পঞ্চ ভাবে ভজন,
এ কি ভাব বুঝি না॥
শান্ত দাস্যঝ সখ্যব এ তিন ভাব,
বাৎসল্যা মধুর দুইএ পঞ্চ ভাব,
এ পঞ্চের না হলে এক ভাব,
নীল রতন মিলে না॥
মুকুন্দ শোন বেয়াকুব,
কৃষ্ণ পঞ্চ রসেরি কূপ।
সে পাথারে না দিলে ডুব,
সে ভাব চাইলে মিলে না॥ ৩৩॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

মনের মানুষ মিলে কৈ।
মনের ব্যথা কার কাছে কই॥
যে জনার সঙ্গ পেলে ভাই,
কামাদি ছয় আপ্ত সুখী,
ভয়ে যায় পলাই।
যে জন ঘুমের মানুষ ডেকে লয় জাগাই,
তাঁরে মুই অধমে পাব কৈ॥
সাধু সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়,
লব মাত্র সাধু সঙ্গ,
(সে) মানুষ প্রাপ্তি হয়।
যে সঙ্গে প্রেম-সিন্ধু উথলয়,
বলে দে এমন সঙ্গ আছে কৈ।॥
গোসাঞি রামানন্দজী বলে,
ঘটে ঘটে মানুষ মিলে,
খোজনা দেখিলে
তাঁর অনন্ত রূপ কে পায় স্বরূপ রে,
তাঁর স্বরূপ কি রূপ কিসে কৈ॥
মুকুন্দ বল্‌লে শুনবি কি,
মানুষ ঘরে সহস্রারে,
বাইরে খোঁজ কি।
সে মানুষ কারো দেয় নারে ফাঁকি,
তাঁর তুলের কাঁটা হলে সই॥ ৩৪॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

কি ভেবে বসে রলি ভাই।
আয় না ব’লে চাঁদ বদনে,
প্রাণ আমার গৌর নিতাই॥
বসে কর কার ভাবনা,
গৌর কিশোর ভাব না।
যার ভাবনায় হয় ভাবনা,
ব্রজ কিশোর কিশোরী রাই॥
মোহ ঘুমে কাটালি কাল,
গেল সকাল হ’ল বৈকাল।
তাই বলি ভাই সকাল সকাল,
নদের মানুষ চল নদে যাই॥
বলি তাই কর পটে,
গৌর বলে আয়রে ছুটে,
দেখ্‌বি ব্রজের কাল শঠে,
(সে) গৌর মাঝে আছে লুকাই॥
মুকুন্দ তুই বড়ই বেহাল,
কা’ল বলে রবে কত কাল।
গেল কাল নিকটে কাল,
শিয়রে কাল আছে দাঁড়াই॥ ৩৫॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী খাম্বাজ-তাল মধ্যমান।

(তাঁরে) সকলে কি পায়।
“আমার” যে দিয়েছে সে পায়,
সে পায় সে পায়॥
জাহ্নবী জন্মেছেন যে পায়,
ব্রহ্মা ধ্যানে না পায় যে পায়।
শিব যোগী সব দিয়ে যে পায়,
যে পায় সে তাঁরি কৃপায়॥
যতনে পায় মোক্ষ পায়।
বিষানলে জীবন বাঁচায়,
সলিলেতে শিলে ভাসায়॥
মন বলি তোর ধরে দু পায়,
ব্যাকুল প্রাণে ডাকরে তাঁয়।
যদি সে পায় সে না ঘটায়,
নাই উপায় পায় সে পায়॥
আছে এক সহজ উপায়,
ধরগে শ্রীগুরুর দুপায়,
সে ধরিয়ে দিলে সে পায়,
মুকুন্দ পায় যদি সে পায়॥ ৩৬॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

জনম বৃথায় গেল রে।
মানব জনম দুর্লভ জনম রে॥
এসে এ ভবের হাটে মন,
পরের ভাবনা ভেবে ভেবে,
কাটালি জনম।
তোর এখনো দূর হলনারে ভ্রম,
তোর গতি কি যে হবেরে॥
মাতা পিতা যত বন্ধুজন ;
আপন ভেবে করছ যতন।
মিছে অকারণ॥
যখন কেশে ধরে নিবেরে শমন,
তখন কেউ না আপন হবেরে॥
শ্রীগুরু করুণা করে মন,
দেহে আত্মরূপে স্বরূপে,
দেখাল কি ধন।
তুই চিনলি না সে মানুষ রতন ;
তোর আপন অন্তরে অন্তরে রে॥
এ মুকুন্দ বল্‌ছে সাদরে,
মনের মানুষ আছে ঘরে-
বল হরে হরে।
ও সে দোমের ঘরে সদাই ফিরে,
সে দোম সাধিয়ে চল পারে॥ ৩৭॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ভৈরবী-তাল যৎ।

অভয় দায়িনী শ্যামা,
অভয় দিয়েছে মোরে।
ভেবনা মন ভাবরে মন,
ভব ভয় হারিণীরে॥
ভাব কি মন কি ভাবনা,
দয়াময়ী মা জান না।
ভাবনা সদা ডাক না,
কেঁদে কেঁদে অভয়ারে॥
বিষয় ভেবে তনু ক্ষীণ,
দিনে দিনে গত দিন।
ভেবে দেখ আর কত দিন,
রবে মায়াময় সংসারে॥
কর্শা জমির ভরসা কিরে,
তায় মিয়াদি মালোকের ঘরে।
করলিনে কাইম ঠকবি পরে,
ঘরের মালেক পেয়ে ঘরে॥
মুকুন্দের মা'র দয়া ভারি,
চায় না রে সে পয়সা কড়ি।
কাঁদলে মায়ের চরণ ধরি,
ক্ষেমঙ্করি ক্ষমা করে॥ ৩৮॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী মনোহর সাই-তাল ঝুলন।

“পদ”

ব’ল সজনীরে, সেই সুজনেরে,
কেন করে এ চাতুরী।
পিরীতি পাথারে, জাতি কুল দিয়ে,
কাঁদি দিবা বিভাবরী॥
কুলের কুমারী, অকুলে সাঁতারী,
পড়িয়ে পিরীতি ফাঁদে।
আশা তরু মূল, (তায়) ফুটিবে কি ফুল,
পাব কি গোকুল চাঁদে॥
সদা ঝরে আঁখি, ও রূপ না দেখি,
মন উচাটন ভেল।
জানিনু সুহৃদ্, হল বিপরীত,
পিরীতি দারুণ শেল॥
দিয়ে প্রাণ মন, হইল এমন,
চাতকিনী হেম সখি।
জলধর কবে, বারি বরষিবে,
বাঁচিবে তৃষিত পাখী॥
পিরীতের বাঁধে, একা নাহি কাঁদে
শুন বিনোদিনী রাধে।
কাঁদালে যেমন, কাঁদিবে তেমন,
(যাই) মুকুন্দ দেখিবে সেধে॥ ৩৯॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

মনের মানুষ ধর্‌লে হয়,
কোন ধামেতে রয়।
চতুর্দ্দলে আর দ্বিদলে মন,
তাঁর সদাই গতাগতি হয়॥
পেতেছে এক মজার কল,
সবাই বলে দোমের কল,
কি কল কে জানে।
সদাই চলে উল্টা কলে মন,
সহস্রারে স্থিতি হয়॥
সে সাকার কিম্বা নিরাকার,
কে দেখেছে স্বরূপ তাঁর,
স্বরূপ কিমাকার।
কর্‌লে বিচার সব একাকার মন,
মুকুন্দ শ্রীগুরুই সর্ব্বমূলাশ্রয়॥ ৪০॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

হরে কৃষ্ণ বল হরে মন মূঢ়রে।
উথলিবে প্রেম তরঙ্গ মন,
নামানন্দ পাথারে॥
মায়ার ভূলে রে মাতাল,
ধুলা খেলে কাটালি কালি,
আর কি সন্ধ্যাকাল।
ঘটালি যে বিষম জঞ্জাল, মন
আমার নিয়তি কাল শিয়রে॥
কৃষ্ণ নাম সুধা নিধি,
মনরে পান কর যদি,
যায় ভব ব্যা:ুধি।
(তাতে) হয় যদিরে ছ'জন বাদী মন,
নিও বিবেক বিবাদী করে॥
থাক মন যথায় তথায়,
মেতে মন পরের কথায়,
ভুল না সে পায়।
মতি থাকে যদি গুরু কৃষ্ণ পায়,
নেচে মুকুন্দ যাবে পারে॥ ৪১॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

ডাকরে তাঁরে দীনহীন কাঙ্গালে।
(যেন) নিদান বান্ধব করেন দয়া নিদান কালে॥
মাঝি তোর এ জীর্ণ তরী,
ভব নদীর তুফান ভারি।
জীর্ণ তরী কেমনে পাড়ি,
ধর্‌বি অকুলে॥
যেমন জীর্ণ তরী,
তেমন নাই কাণ্ডারী।
(কভু) কাণ্ডারী বিহনে তরী,
যায় কিরে কুলে॥
মুকুন্দ তোরে বলি,
বেলা গেল ধররে পাড়ি॥
দিয়ে জয় রাধা শ্রীরাধা নামের,
বাদাম তুলে॥ ৪২॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিট-তাল একতালা।

আমি কে তা আমি চিন্‌লেম না।
(তাই) আমার যে সে আমার হ’ল না॥
আমি যদি চিন্‌তেম রে আমি,
তবে কি আর রতরে আমি।
হত তুমি যেত আমি,
এ ঘটে তা ঘটিল না॥
খেতে আমি শুতে আমি,
যা করি তা সকলই আমি।
দেখি না তা তুমি কি আমি,
কৈ আমিত দূর হ’ল না॥
গেল না মোর আমি আমি,
আমার স্বরূপ পেলেম না আমি,
(শুনি) কুল কুণ্ডলিনীর মাঝেতে তুমি,
মুকুন্দের নয়ন বাদী দেখা পেল না॥ ৪৩॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল একতালা।

বল বদনে রাধে গোবিন্দ,
আছে নাম ভরা আনন্দ॥
রাধা নাম যার উপাসনা,
দিবা নিশি করে সাধনা,
তার থাকে নারে বিষয় বাসনা।
সে পায় নিত্যে নূতন আনন্দ॥
নাম নিতে নিতে নিতি নিতি,
একবার যদি হয়রে রতি,
হ'ল রতি দেখে মুরতি।
পরে হয় তাতে সম্বন্ধ॥
হলে পরে তাতে সম্বন্ধ,
সাধন ভজন হয়ে যায় বন্ধ,
(তখন) চায় না সে অন্য আনন্দ।
বিনে কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ॥
(আমার) রামানন্দ বলেছেন বাণী,
দেখি একবার কৃষ্ণ বল না তুমি।
তোর মূলাধারে আছিরে আমি।
তোর কি ভয় মুকুন্দ॥ ৪৪॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী খাম্বাজ-তাল মধ্যমান।

অসার সংসার মাঝে,
সার গুরুর চরণ।
মিছে মায়ায় মজে রলি,
কর্‌লিনে ভজন॥
ভাই বন্ধু সুত দারা,
কেউ না আপন হবে তারা।
যখন এসে বেঁধে তারা,
নিয়ে করবে রে গমন॥
মাটির দেহ হলে মাটি,
(কেবল) দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি॥
শ্রীগুরুর শ্রীচরণ খাঁটি,
সদা ভাব সে চরণ॥
কেন দিনেক দু'দিনের তরে,
আসা ভবে বারে বারে।
একবার ডেকে দেখ তারে,
আসা যাওয়া হবে বারণ॥
দাস মুকুন্দের মন রসনা,
ঐক্যম হয়ে কর সাধনা।
(যেন) অন্তিমে পুরায় বাসনা,
(সে) শ্রীমধুসূদন॥ ৪৫॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল সুর।

কীর্ত্তন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ,
বল শুনি (মন) হরে হরে।
নিলে নাম প্রাণ ভরে,
শমনে কি করবে তোরে॥
দ্বি অক্ষরে নামটী মধুর,
বল দেখি মন কেমন চতুর।
নামের গুণে তরে যাবে,
অকূল ভব সাগরে॥
ডাকার মত ডাক্‌লে তাঁরে,
কৃষ্ণ কিরে রইতে পারে।
সে যে ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী,
দয়াময় নাম ধরে॥
মন বলি তোর পায়ে ধরি,
বল সদা নাম বদন ভরি।
এ মুকুন্দের সাধের তরী,
ডুবাস্‌ নে অকূল পাথারে॥ ৪৬॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী মনোহর সাই-তাল ঝুলন।

“পদ”

কাহেরে সজনী, কাঁদিছে পরাণী,
কালিয়া নিঠুর তরে।
দিবা বিভাবরী, মনানলে পুড়ি
রহিতে নারিনু ঘরে॥
বিশখা আসিয়ে, কহল সাদরে,
চল বিনোদিনী রাধে।
যমুনারি জলে, খেলিব সকলে,
পুড়িয়ে মনেরি সাধে॥
নামিনু সে ঘাটে, দাঁড়ান লম্পটে,
পেখিনু যমুনা তটে।
কি কব সে রূপ, এনেছি সে রূপ
আঁকিয়ে হৃদয় পটে॥
কে জানে এমন, হইবে এমন,
নিরখি চিকণ কালা॥
পড়িনু বিপাকে, সদা বাঁশীফুঁকে,
কি করি কুলেরি বালা॥
যমুনারি কূলে বংশী বট মূলে
পেতেছে কালিয়া থানা।
(আর) যেওনা ললনা, যে যায় ফিরে না,
(তাই) মুকুন্দ করিছে মানা॥ ৪৭॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল-তাল ঝুলন।

বড় সাধে মনের খেদে,
ডাকি গো মা তোমায় তারা।
অকুলে ভাসায়ে তরী,
হয়েছি মা দিশে হারা॥
বলে তোর ভক্ত যারা,
ভয় নিবারিণী তারা।
তাই তোরে ডাকি তারা,
তার গো মা তারা ত্বরা॥
একে মোর জীর্ণ তরী,
তাহে মা নেই কাণ্ডারী।
এ কাণ্ডারী বিহীন তরী,
কেমনে পাড়ি দিবে তারা॥
তাই বলি ওগো কাল,
(যদি) কাণ্ডারী মোর থাক্‌ত ভাল।
তবে মুকুন্দের দেহ তরী,
অকুলে কি যায় গো মারা ? ৪৮॥

BANGLADARSHAN.COM

সুর-বাউল কীর্ত্তন।

আর কবে তুই ডাকবি তাঁরে,
গনার দিন ফুরাল রে !
গনার দিন ফুরালরে মন,
নিকটে শমন এল রে॥
কামিনী কাঞ্চন পাইয়ে,
ভুলে গেলি শেষের দিনে॥
শেষের দিনে কি যন্ত্রণা,
যখন যার হয় সে জানে॥
ভবে আসা কি যন্ত্রণা,
এখনো বুঝ্লিনে মনা।
বুঝ্বি তখন শিখবি তখন,
হবে যম যাতনা যখনে॥
জেনে কি জানিলি নারে,
যে জন শমন দমন করেছে রে।
তার পূর্নজন্ম ন বিদ্যেতে,
পুরাণে ব্যাস্ লিখেরে॥
যদি পাররে তুই ডাক্তে তাঁরে,
মন রসনা ঐক্যই করে।
তবে পারবে কি মুকুন্দে নিতে,
অংশুমালী নন্দনে॥ ৪৯॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল সুর।

কীর্ত্তন।

দেখ্‌লি নারে জ্ঞান নয়নে,
সার কি অসার সংসারে।
সার কি অসার সংসারে মন
আছে কি সার সংসারে।
দিনেক দু'দিনের তরে,
এসে এ ভব সংসারে।
সদাই অসার চিন্তা করে,
ডুব্‌লিরে পাপ সাগরে॥
তাই বলি তোর জ্ঞাত কারণ,
অসারের সার আছে একজন।
যদি ডাকতে পার ভরে বদন,
দীন হীন কাঙ্গাল হয়ে॥
সে পতিত পাবন নাম ধরে,
পতিত জনে দয়া করে।
যদি ডাকতে পার পতিত হয়ে,
ভবে ভয় কি তব তুফানে॥
মুকুন্দের ও পাজী মন,
অসারের সার গুরুর চরণ।
আর কবে তুই করবি সাধন,
বিষয় বাসনা ছেড়ে॥ ৫০॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল একতালা।

কৃষ্ণ পদ্মে পড়রে ভ্রমর।
পিলে মধু হবিরে অমর॥
সে পদ্মের দুটী পাপড়ি,
একটী পুরুষ একটী নারী।
পুরুষ নারী একাকারী,
করো না গুণ গুণ স্বর॥
সে মধু অমৃতেরি ধার,
যত পিবে হইবে অপার॥
একটু পিলে হবি নিব্বিকার,
রবে না ভেদাভেদ তোর॥
যত দিন করবিরে গুণ গুণ,
তত দিন না পাবি সে নির্গুণ
যে দিন এক হবে তোর সগুণ নির্গুণ
সে দিন হবে কৃষ্ণ দরশন।
রামানন্দ বলেছেন বাণী,
ঐ যে দেখ দুটী পাপড়ি,
রসিক আর রসিকা নারী,
মুকুন্দের উভয়ই দোসর॥ ৫১॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল একতালা।

কৃষ্ণ নাম আনন্দ কন্দ॥
নিলে নাম যায় নিরানন্দ॥
নামের এমনি উত্তাপ,
গলে যায় রোগ শোক তাপ।
আছে নামের এমনি প্রতাপ,
সদা বলায় প্রাণ গোবিন্দ॥
যদি রস পায়রে রসনায়,
তবে তাঁরে ছাড়া হয়রে দায়।
আস্বাদ করে দেখ্‌না রসনায়,
উথলয় কতই আনন্দ॥
এই কৃষ্ণ নামের পরিণাম,
কৃষ্ণেতে উপজয়রে কাম।
মিলে সেই ধর্ম্ম অর্থ কাম,
ব্রজে শ্রীরাধা গোবিন্দ॥
বলেন গোসাঞি রামানন্দ,
যার হ'ল না কৃষ্ণ সম্বন্ধ,
তার আসা যাওয়া হয় কিরে বন্ধ,
মুকুন্দ তুই বড়ইরে অন্ধ॥ ৫২॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল একতালা।

কররের হরি নামের তরী,
আছে তায় গুরু কাণ্ডারী।
যদি গুরু হলেন কাণ্ডারী,
দেও জ্ঞান অনুরাগ দু'জন দাঁড়ী।
যেন বায় তরী যতন করি,
যখন অকুলি পড়ি॥
কর সাধূ সঙ্গ দিবা রাতি,
যাতে নামে বাড়য় রতি।
ছেড় না এমন সঙ্গতি,
যদি ধর্‌বি পাড়ি॥
যদি গাঙ্গে না থাকে জোয়ার,
দোহাই দিও সে রাই রাজার।
তিনিই পাড়ের মূলাধার
তোরে নিবেন দয়া করি॥
গোসাঞি রামানন্দের বাণী,
মুকুন্দরে সামাল তরী।
(নদীতে) যখন দেখবি তুফান ভারি,
দিও রাধা নামের বাদাম তুলি॥
বেঁধ বাদাম যতন করি,
দিয়ে তোমার ভক্তি ডুড়ী।
বাদাম দেখ যেন না যায় ছিঁড়ি,
বিবেক রেখো প্রহরী॥ ৫৩॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল ঝুলন।

এ ভবে কেন আন্‌লি তারা।
এনে এই ভবার্ণবে,
কর্‌লি যে তোর চরণ ছাড়া॥
বড় সাধ ছিল মনে,
পূজব চরণ নিশি দিনে ;
সে সাধে বিষাদ ঘটালি,
এই কি মনে ছিল তারা॥
আসার কালে বলে দিলি,
যাওরে ভবে যাদুমণি,
(আছি) বিপদে সম্পদে আমি,
যখন মুখে বল্‌বি তারা॥
ভবে এনে দিলি সঁপে,
ছ'টা ডাকাতের হাতে।
(তারা) তারা বল্‌তে কয় তা না মা,
এ কি সন্তানে মায় সাজে তারা॥
(তাই) বলি মা এলোকেশী,
(আমার) যা হবার তা হয়ে গেছে।
(এখন) এই আকিঞ্চন ঐ চরণে,
(অন্তে) করো না মা চরণ ছাড়া॥
আমি এখন চাইনে চরণ তরী,
তখন দিও চরণ তরী।
(ঐ) চরণ তরী সম্বল করি,
ভবে পাড়ি দিব তারা॥
তাই দেখ যেন ভুল নাগো,
চরণ তরী দিতে মাগো।
(দেখিস তোর) অধম সন্তান মুকুন্দ মা,
অকুলে যেন যায় না মারা॥ ৫৪॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল একতালা।

আমার দয়াল গুরুর দয়া বুঝা ভার।
কখন দয়া করেন কি প্রকার॥
দয়ার তাঁর নাহিক বিরাম,
শতধারে বর্ষে অবিরাম।
সদা পূর্ণ করেন মনস্কাম,
যখন যে কামনা যাহার।
যত দেখ ভবের মাঠে,
শ্রীগুরু আছেন সর্ব্ব ঘটে।
(বিরাজেন) এক এক রূপে এক এক ঘটে,
বলব কত মহিমা তাঁহার॥
যা বলিতে অক্ষম অনন্ত,
আমি এক বদনে বলব কত ?
দয়াল দেখিনে শ্রীগুরুর মত,
অনুগত হয়ে দেখ একবার॥
আমার গুরু রামানন্দ,
প্রেমদাতা নিত্যা নন্দ,
তোর কি আর ভাবনা মুকুন্দ,
(তোর) গুরুই কৃষ্ণ গুরুই মূলাধার ॥ ৫৫॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী মনোহর সাই-তাল ঝুলন।

“পদ”

ধ্যান কর মনে, সে নীল রতনে,
মিলিবে গো গুণমণি।
আসিবে যে জন, জানাবি বেদন
বেদন জানেন যিনি॥
দিবে পদতরী, সুখে যাবি তরি,
কি ভয় দুঃখ সাগরে।
দিবে না কি কুল দিয়েছে দু’কুল
অকুল ভেবে যারে॥
ব্যলথার ব্যয়থিত, এমন সুহৃৎ,
আর কে গোপীর সখি।
কারে বা কহিবে, কে আর বুঝিবে
গোপীর বেদন সখি॥
যাহার কারণে, পশিনু যতনে,
ভবন ছাড়িয়ে বনে।
বল সে কেমনে ; রহিবে গোপনে,
পাষাণ বাঁধিয়ে প্রাণে॥
শুন বিনোদিনী, বাবা গুণমণি
আছে তব প্রেম গুণে।
এ মুকুন্দে ভনে, প্রেম গুণ টানে
দাঁড়াবে নয়ন কোণে॥ ৫৬॥

BANGLADARSHAN.COM

রাগিণী ঝিঝিট- তাল একতালা।

“পদ”

আর কি চিনার সে দিন ঘটে।
যখন কুব্জা বসেছে খাটে॥
ব্রজে ছিলে তুমি নন্দের গো’পালক,
এখনেতে তুমি মথুরা পালক ;
গোপালক যদি হয় ভূ’পালক,
তখন তার চিনা কি যে সে ঘটে॥
রাই রাজা যখন ছিল ব্রজপুরে,
(তখন) তুমি কোটাল ছিলে সে যে দ্বারে ;
আমি কাঙ্গালিনী ছিলেম সে দরবারে,
তখন চিনা চিনি ছিল বটে॥
এখন আমি কাঙ্গালিনী তুমি মহারাজ,
এত চিনা চিনির আছে কিবা কাজ ;
যদি মোদের চিনার ধন থাকে ব্রজ মাঝে,
তবে এমন চিনা কতই ঘটে॥
তুমি চিন কিনা আমি চিনি চিনি,
শ্রীনন্দ গোপাল তুমি গুণমণি ;
মুকুন্দের একদিন হবেই চিনাচিনি
কৃষ্ণ তুমিই যখন সকল ঘটে॥ ৫৭॥

BANGLADARSHAN.COM

বাউল সুর।

আমার নাই কিছু বল, ঐ চরণ সম্বল,
যা কর মা দীন তারিণী॥
ছিল যা পথের সম্বল, মনের সে বল,
ছ'জনে নিল জননী।
এখন আর কার বলে বল "মা"
করিয়ে বল পার হয়ে যাই বৈতরণী॥
এসে মা ভবের মাঝে, মধুর সেজে,
গেল বিষয় কাজে দিন রজনী
আমার যে নিকটে দিন, "মা"
কিসে সে দিন এড়াবে, দীন কাল নাগিনী
মুকুন্দ বলবে কি আর, তরাও এবার,
পতিত পতিত পাবনী।
জানি না সাধন ভজন, "মা"
মুই অভাজন, রেখ নিবেদন জননী॥ ৫৮॥

BANGLADARSHAN.COM

ভারতের ভগ্ন প্রাণগুলি লগ্ন করে দে মা,
মগ্ন হউক তব চিন্ময়ী রূপ ধ্যা নে।
গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে মুক্ত গগন তলে,
দাঁড়াক মিলন প্রার্থী চুর্ণ করি অভিমানে॥
তোমারই সৃজিত বিশ্ব তোমারই তো সৃষ্ট ফুল,
তোমার বিরুদ্ধে আজ বিদ্রোহ ঘোষণা।
ভুল ভেঙ্গে দেও মাগো আনন্দে নৃত্য করি,
ছুট্‌ক পরাণ গংগা মুক্তি সাগর পানে॥
তরুণ ভারতে আজ হতেছে যে অভিনয়,
কে জানে কোথায় হবে এ নাটকের অঙ্ক শেষ।
যবনিকার অন্তরালে জানিনা কোন চিত্র আঁকা,
ধ্বংসের ভৈরব অর্চ্জন মুহুর্মুহুঃ শুনি কানে॥

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী-
যেদিন ডুবে যাবে রে যেদিন ডুবে যাবে রে।
সেদিন রবি চন্দ্র ধ্রুবতারা,
তারাও ডুবে যাবে রে তারাও ডুবে যাবে রে॥
নবভাবের নবীন তরী মাকেই করেছি কাণ্ডারী।
হউক না কেন তুফান ভারী,
আর কি তরী ডুবে রে আর কি তরী ডুবে রে॥
বহুদিন পরে আবার মরা গাঙে পেয়ে জোয়ার,
জোয়ারে ধরেছি পাড়ি-
আর কি তরী ঠেকে রে, আর কি তরী ঠেকে রে॥
মুকুন্দ দাসে ভণে উজানেও ভয় করিনে,
মায়ের নামের বাদাম টেনে,
উজান ধরে যাব রে উজান ধরে যাব রে॥

BANGLADARSHAN.COM

শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি মাভৈঃ মাভৈঃ-
আমি অভয় তো হয়ে গেছি ভয় আর কই।
বিপদ পাহাড়ের মত আসুক না আস্‌বে কত,
ঐ পদে হবে হত ব্রহ্ম কবচ ঐ॥
ঐ পদে মন থাকে যবে, এমন কেউ দেখিনা ভবে,
যারে দেখলে ভয় হবে যতই ছোট হই॥
শোক বিষাদ দুঃখ দৈন্য , পাপ তাপের যত সৈন্য ,
আমি কাকেও না করি গণ্য বৈকুণ্ঠতে রই॥

BANGLADARSHAN.COM

[৬২]

ভাইরে মানুষ নাই এ দেশে-
এ দেশের সকল মেকি সকল ফাঁকি,
যে যার মৌজে আপন রসে॥
দেখছি কত মস্ত সবাই আপন নিয়ে ব্যস্ত,
মুখখানা বড় মিষ্ট অন্তর ভরা বিষে।
কথার বেলা বৃহস্পতি, কাজে কেউ না ঘেঁষে-
বল্‌তে গেলে এসব কথা, উঠে পাগল বলে সবে হেসে॥
স্বার্থ ছাড়া কথা কয়না, অর্থ ছাড়া কাজ করে না,
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ, চিন্‌বার যো নাই বেশে।
ছেলের বাপ বসে আছে পাঁচ হাজারের আশে,
মেয়ের বাপের ভাঙা কপাল চোখের জলে ভাসে॥
যে দেশ সকল দেশের সেরা, সে দেশের এমনি ধারা,
দেখে শুনে ইচ্ছা হয় চলে যাই বিদেশে।
তবু কেবল বসে আছি ক্ষেপা মাগীর আশে,
এ মুকুন্দের ভরসা আছে দিবে বেটী সমাজ পিষে॥

BANGLADARSHAN.COM

কার কম্বু নিনাদে জানি অমৃত বরষিল,
কোটী কোটী নরনারী মৃতদেহে পেল প্রাণ।
তাই শত শতাব্দী পরে মায়ের করুণাহ্বানে,
জননীর মুখ চাহি, পাগল হিন্দূ মুসলমান॥
ললাটে বিজয় টীকা দীপ্ত নয়নগুলি,
আগ্নেয়গিরি যেন উগারে অনল রাশি।
পদ ভরে থর হরি কাঁপিছে বসুন্ধরা,
চমকিত অরিকুল, দেখে নব অভিযান॥
ব্যির্থ হবে না হতে পারে না এ আয়োজন,
নারায়ণী সেনা পাবে যখনি যা প্রয়োজন।
নির্ভয়ে এগিয়ে চল পাবি রে বিজয় লক্ষ্মী,
ভারতের কর্ম্ম রথের সারথী শ্রীভগবান্॥

BANGLADARSHAN.COM

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে॥
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমী দ্রিমী দং দং,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সংগে।
দানব দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বংগে॥
সাজরে সন্তান হিন্দু মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়ে কৃপাণ হওরে আগুয়ান,
নিতে হয় মুকুন্দের নিওরে সংগে॥

BANGLADARSHAN.COM

ভরসা মায়ের চরণ তরণী,
আমরা এবার হবই পার।
ভয় গেছে দূরে অভয় পেয়েছি,
মাভৈঃ বাণী শুনেছি মা'র।
বীর প্রসবিনী জননী মোদের,
বীরের জাতি আমরা বীর।
বিলাসে ব্যাসনে ধরেছিল জরা,
নত হয়েছিল উন্নত শির ;
জানিনা কাহার চরণ পরশে,
উজলি উঠিল পূরবাকাশ,
মোহ মদিরার নেশা গেল ছুটে,
তামসি নিশার হইল নাশ।
জাগিল স্মৃতিতে পূরব গরীমা-
কালিমা মুছাতে হবেই হবে ;
দাঁড়াবে সকলে জয় মা বলিয়া-
তোদের বিজয় হবেই হবে।

BANGLADARSHAN.COM

[৬৬]

আমি যারে চাই তাঁরে কোথা পাই,
খুঁজি ঠাঁই ঠাঁই, ঠিকানা না পাই।
শুনি সর্ব্ব ঘটে ঘটে মঠে পটে,
রয় সে নিকটে দেখা নাহি পাই॥
থাকে কমল কাননে রবি শশী কোনে,
মক্কা বৃন্দাবনে, যমুনা পুলিনে।
যেখানে যখন মজে তাঁর মন,
হয় সে মগন বাঁশরী বাজাই॥
মাঝে মাঝে থাকি আঁখি মুদে বসি ;
দেখি কালশশী চুপে চুপে আসি-
হৃদি কুঞ্জবনে, মারে উঁকি ঝুঁকি,
মুকুন্দ ধরি বলি গেলে, যায় রে পলাই॥

BANGLADARSHAN.COM

[৬৭]

জাত গেছে সে জাতির-
যারা প্রাণ দেখেনা বিচার করে,
দেখে কেবল বাহির॥
ধর্ম্ম যাদের লুকিয়েছে ভাতের হাঁড়ির মাঝে,
সাধুতা যার কপটতা, ভক্ত কেবল সাজে।
অর্থে মাপে মনুষত্ব, কর্ম্ম কেবল নাম জাহির॥
মুখ বাজিতে বেজায় বড় ভক্তি চোখের জলে ;
কাজের বেলায় দে পগার পার, থলিতে হাত প'লে,
বন্ধু কেবল পাবার বেলায় দেবার বেলা নাই খাতির॥

BANGLADARSHAN.COM

স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন,
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ।
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে,
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান॥

দেবতার আশীষ্ বর্ষিবে সেদিন,
অজস্র ধারায় মাথার উপর,
আসিবে নামিয়া নূতন শকতি,
নব বলে সবে হবি বলীয়ান-
শক্তিতে হবি শূক্তিমান॥

কোটী কোটী মিলিত কণ্ঠে,
তখনি উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত,
হিন্দু মুসলমান।
মা মা বলিয়া উঠিবে ফুকারি,
ভারতের নর নারী-
হোমানল জ্বালি বসিবে যজ্ঞে,
পূর্ণাহুতি করিবে দান ;
সাধনার সিদ্ধি স্বরাজ তোদের,
তখনি হইবে মূর্ত্তিমান॥

BANGLADARSHAN.COM

[৬৯]

ঘোর কলিকাল ঘা দেখি সব উল্টা তোর।
নইলে মা করবেন দাসীপনা,
গিন্নি উঠ্‌ছেন মাথার উপর॥

হয়েছে দুনিয়ার কি দোষ,
সবে খোঁজে পরের দোষ।
দেখে আমার পাচ্ছে হাসি,
বাবুদের কি জ্ঞানের জোর॥

সদা অসতের আদর,
সৎ-এর সে হচ্ছে অনাদর।
বেদ কোরান ফক্কিকারি-
বাবুরা নভেল পড়ে প্রেমে ভোর॥

যে জনে সদা খাচ্ছে মদ,
বেশ্যা যার পরম সম্পদ ;
সে নয় দোষী তার উচ্চ পদ-
যে না খায় সে মদখোর॥

দেখে শুনে ভবের ভাব-
মুকুন্দের পুরিল অভাব।
এক ভাবির কাছে ভাব শিখিয়ে,
ভাঙলো আমার ঘুমের ঘোর॥

BANGLADARSHAN.COM

আবার যখন গান ধরেছি, গাব গো সেই গান।
বুকটা যাতে ফুলে উঠে, শিরায় যাতে অগ্নি ছোটে-
তন্দ্রা যাতে যায়গো ছুটে, মাতায় যাতে প্রাণ॥
অগ্নি গিরির গর্ভ মাঝে সাগর গর্জ্জনে,
সিংহনাদে ঝড়ের বুকে মেঘের তর্জ্জনে-
এদের ভিতর ওতঃপ্রোত রয়েছে যে সুরের স্রোত,
আজকে সে যে বাহির হবে, প্রলয় অভিযান॥
খধূপ সম ঊর্দ্ধে উঠে আকাশ লুটে নেবে,
চন্দ্র সূর্য্যে অবাক হয়ে থাকবে সবে চেয়ে।
পাখা মেলি পাখীর মতন বিদারিয়া ঊর্দ্ধ গগন-
বিশ্বরাজের চরণতলে লভিব নির্ব্বাণ॥
গান গেয়েছি অনেক বটে, তাকে কি কয় গান !
আকাগ পৃথ্বি হ'ল না তায় টল টলায়মান
ভুমিকম্প জলোচ্ছ্বাস উঠ্‌ল না তায় ঘূর্নী বাতাস,
কোটী প্রাণের সমুদ্রে আজ ডাকলো নাক বান॥

BANGLADARSHAN.COM

হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে।
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা॥
দেখাতে হবে আজি জগত বাসী সবে,
এখনো ভারতের যায়নি রে চেতনা॥
গভীর ওঁঙ্কারে হুঙ্কারি দেরে ডাক-
শিহরি উঠুক বিশ্ব, মেদিনীটা ফেটে যাক !
আমাদের জন্মভূমি, দেবতার লীলা ভূমি,
দেবগণ আসুক নেমে পূর্ণ হউক কামনা॥
সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার।
ছেলের গৌরবে হবে গরবিনী মা আমার॥
জগৎ লুটিবে পায় ঘুচে যাবে যত দায়,
মিটে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের বাসনা॥

BANGLADARSHAN.COM

[৭২]

ভাইরে, ধন্য দেশের চাষা।
এদের চরণ ধূলি পড়লে মাথায় প্রাণ হয়ে যায় খাসা॥

এরা কপটতার ধার ধারে না, সত্যা ছাড়া মিথ্যা কয় না,
প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার নাইকো এদের ভাষা॥

প্রাণ ভরা আনন্দ এদের, বুকটা স্নেহের বাসা,
চিন্‌লে এসব সোনার মানুষ, মিটতো দেশের সব পিয়াসা॥
এদের নাই জুতো নাই তেমন কাপড়,
ছেঁড়া লেংটি ছেঁড়া চাদর,
তাতেই তুষ্ট এমনি মিষ্ট, প্রেম সাগরে ভাসা॥

এসব দেবতা ছুঁলে জাত যায় মোদের
মোরা এমনি বুদ্ধিনাশা,
যাদের রক্তে জগৎ তুষ্ট, তাদের দেখলে কুণ্ঠিত করি নাসা॥

BANGLADARSHAN.COM

এরা কর্ম্মনিষ্ঠ বীর বটে, ছোট বললে খুবই চটে,
কারো দুঃখ দেখলে শিউরে ওঠে, এদের এমনি ভালবাসা॥

অন্ধ তোরা চিনলি না রে এই দেশের এই চাষা,
যারা প্রাণ দিয়েও দেশকে বাঁচায়,
একই স্বর্গ যাদের আশা॥

মা আমার বিশ্বরাণী, আমি তার আদরের ছেলে।
কত রতন মানিক হীরে সোনা, সবই মায়ের পদতলে॥
মা সবেই দেছেন কোঠাবাড়ী, আমার গাছ তলাতে বাড়ী।
এ ঘর ভাঙ্গবে নাকো টুট্‌বে নাকো,
ক্ষয় হবে না কোন কালে॥

মায়ের খাস তালুকে বসত করি, জমিদারের কি ধার ধারি ?
এর ডিক্রী নাইকো নিলাম নাইকো,
বিশ্ব ডুবুক না প্রলয়ের জলে॥

শ্রীগুরুর কৃপা পেয়েছি খাঁটী সোনা হয়ে গেছি।
তাই মুকুন্দ আনন্দে নাচে জয় তারা জয় তারা বলে॥

BANGLADARSHAN.COM

পণ করে সব লাগরে কাজে,
খাটবো মোরা দিন কি রাত।
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে,
কিসের মান আর কিসের জাত॥

মাড়োয়ারী দিল্লীওয়ালা
উড়ে পার্শী ভাটীয়ারা,
তারা মোটর হাঁকে, চৌতালায় থাকে,
আমাদের নাই পেটে ভাত॥

যেদিকে চাই বাংলা দেশের,
(আজ) সকল দিকই করছে গ্রাস,
তোরাই শুধু কেরাণীর দল,
এক বোড়ের চালেই হলি মাত॥

BANGLADARSHAN.COM

এমন করে পরের হাতে,
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ।
ধিক্ বাঙ্গালী নীরব রইলি,
থাকতে কোটি কোটী হাত॥

আয় মা তারিণী করাল বদনী,
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।
শ্মশান বাসিনী, শ্মশান রঙ্গিনী,
(আজ) ভারত শ্মশানে নাচবি গো আয়॥

শ্মশানের শোভা মুনি মনলোভা,
হবে কি সে শোভা বেরোবে কি আভা !
তুই মা না এলে, তুই না নাচিলে-
দুর্নীতি সব না দলিলে পায়॥

ডাকিনী যোগিনী লইয়ে সঙ্গে,
নাচগো রঙ্গিনী নানা রঙ্গে ভঙ্গে,
ঘোর অমানিশা হাস অট্টহাসি,
এমন শ্মশান পাবিনে ধরায়॥

BANGLADARSHAN.COM

এই নিশি দিনে, এ মহাশ্মশানে,
পেলে ও চরণ পূজিতেম যতনে-
হইয়ে মাতাল নাম সুধা পানে,
লুটিত মুকুন্দ চরণ ধূলায়॥

জাগরে ভাই সবে স্মরিয়ে কেশবে,
জয় জয় রবে কাঁপারে মেদিনী॥

দুঃখ নিশা মোদের হল অবসান,
উদিত পূরবে সুখ দিনমনি॥

এ নব ঊষাতে জাগিয়ে নিলে প্রাণ,
ঘুমাবে না কভু আর ভারত সন্তান।
দেখিলে মায়ের দশা কেঁদে উঠিবে প্রাণ,
করম সিন্ধুনীরে ভাসারে তরণী॥

জাগিল বুয়োর জাতি নবীন আলোকে ;
জাগিল ক্ষুদ্র জাপান বিপুল পুলকে,
ভারত জাগিলে এ নব আলোকে-
পলকে জিনিতে পারে রে ধরণী॥

BANGLADARSHAN.COM

মুকুন্দ দাসে কয় আর কারে করি ভয়,
অভয়দায়িনী কুমিল্লায় দিয়েছেন অভয়।
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বল মাই কী জয়-
বাজাও বিজয় ডঙ্কা কাঁপুক রে ধরণী॥

করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রব কি শয়ান।
চিরদিন রব নীচে, চল্‌ব সবার পিছে পিছে,
সহিব শত অপমান॥
জেগেছে জগতে সবে, বসে নাই কেউ নীরবে,
একই সুরে ধরিয়াছে গান।
নিজেরে ভেবোনা হীন, ধনী, মানী, দুঃখী দীন-
রাজা প্রজা সকলি সমান॥
সে সুরে সুর মিলাইয়ে, করম পতাকা লয়ে,
দলে দলে হওরে আগুয়ান।
দ্বেষ হিংসা পায় দলে, আয় ছুটে আয় চলে-
চল্লিশ কোটি হিন্দু মুসলমান॥
মরণ সাগর পার, যেতে হবে সবাকার,
দিন গেল বেলা অবসান।
তরী বুঝি ছেড়ে যায়, উঠে পড় খেয়া নায়-
ভয় নাই মাঝি ভগবান্‌॥

BANGLADARSHAN.COM

সকল কাজের মিলবে সময়,
আগে দুটি ভাতের যোগাড় কর,
তোরা পেটের যোগাড় কর্।
মানের গোড়াই ছাই ঢেলে আজ,
কষে লাঙ্গল ধর্
ডেকে নে তাঁতী জোলা,
ছাড়িয়ে নেংটী তিলক ঝোলা।
খুলে দে তাঁতের মেলা, প্রতি র ঘর
কামার কুমার চামার মুচি,
তারাই কাজের তারাই শুচি,
ধর জড়িয়ে গলা তাদের, ভুলে আপন পর॥
এত সব যাদের ঘরে,
তারাও মরে উপোস করে-
তোদের কথা ভাবলে আসে কম্প দিয়ে জ্বর॥

BANGLADARSHAN.COM

এখনো খোলেনি আঁখি যার।
আমি কি দিয়ে বুঝাব তারে,
কোন্ কর্ম্ম সাধিবারে,
জনম লভিনু কোলে ভারত মাতার॥
যদি কারো ভাগ্য গুণে, একটুখানি খোলে আঁখি ;
তখনি আমরা তারে চশ্‌মা দিয়ে ঢেকে রাখি।
আসমানেতে বেঁধে ঘর, ভাবি মোরা কতই বড়।
পরে মোরা পেটের দায়ে ধরা দেখি অন্ধকার॥

বি, এ, এম, এ, পাশ করে নকরি যদি নাহি মিলে,
ভাবনা কেন কিসের ভয় মিশে যাওনা চাষার দলে।
খেটে পড়ে খামার কর, শক্ত করে লাঙ্গল ধর-
দেখতে পাবি দু'দিন পরে ঘুচে গেছে হাহাকার॥

BANGLADARSHAN.COM

মুকুন্দ বলিছে কেন কাঙ্গাল সেজেছে আজ,
তোমরাই পার নাকি পরিতে বীরের সাজ।
দেখাতে পার নাকি বোঝাতে পার নাকি,
এ জগতে ভারতবাসীর কতটুকু অধিকার॥

দেখলেম ভাই জাতি কুল বিচারে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যা শূদ্র হিন্দু মুসলমান,
কালেতে ছাড়েনা কারে।
যতক্ষণ রাস্তার উপরে, ততক্ষণ জাত বিচারে,
খেয়া ঘাটা গেলে পরে, এক নৌকায় সব চড়ে।
ঐ মাঝির সনে যার সুহৃদ পিরীত,
মাঝি সুহৃদে দুই একজন ছাড়ে॥
রেলগাড়ী আর ষ্টিমার তাতে জাতি যায় না রে কার।
কেবল আমাদের হুঁকার জলটি মারে।
আর এক বিচার বাংলা দেশের লোক আচারে,
নম কামায় না শ্রুত্রের নাপিতে,
মুসলমান কামাইতে পারে॥
দেখলেম ভাই শ্রীক্ষেত্রেতে, সবে খায় একত্রেতে,
মুসলমান জাতি মাত্র যেতে নাহি পারে।
দাস মুকুন্দ বলে হ'ল নারে বিচার-
কি হয় শেষে মোর কপালে॥
ভারতের ধর্ম্মালয়ে হাকিমেরা বিচার করে,
দুই পক্ষের সাক্ষী শুনে সূক্ষ্ম বিচার করে।
সত্য মিথ্যা দেখেন তাঁরা আইন অনুসারে-
কিবা হিন্দু কি মুসলমান-
সকলই এক গারদে ভরে॥

BANGLADARSHAN.COM

[৮১]

কোন্ ফাগুনের হাওয়া এ যে,
কোন সাগরের ঢেউ।
তা বুঝলে না তো কেউ॥
কোন্ করমীর তূর্য্য নাদে কাঁপছে ধরাখান,
ভারতবাসীর পরাণ গঙ্গার ডাক্‌ল আবার বান।
কালের ভেরী বাজছে কেন ?
ভাবলে নাকো কেউ॥
তাইতো বলি এই শ্মশানে অমানিশার রাতে,
বসে যারে সাধকের দল মায়ের সাধনাতে।
সিদ্ধি তোদের হবেই হবে-
ভয় করিস্‌নে কেউ॥

BANGLADARSHAN.COM

আর কারে করি ভয়, মায়ের পেয়েছি অভয়,
জয় মা বলে হওরে আগুয়ান।
জয় শঙ্খ নিনাদে মেদিনী কাঁপিয়ে দে-
ফুলিয়া উঠুক মরা প্রাণ॥
আত্মপর যাওরে ভুলি, কর সবে কোলাকুলি,
ওরে ভাই হিন্দু মুসলমান।
বাজারে দামামা কাঁড়া, জগতে পড়ুক সাড়া,
মরেনি ভারত সন্তান॥
তোরা কেন ভাবিস্ এত, বড় কে তোদের মত,
তোদের মত কেবা বলীয়ান।
তোদের পূর্ব্ব পুরুযগণে; একদিন এই ত্রিভুবনে,
উড়িয়েছিল বিজয় নিশান॥
তাদেরই সন্তান তোরা, জগতে নাই তোদের জোড়া,
তাই মা আমার তোদের পূজা চান।
মায়ের পূজার কর আয়োজন রক্তজবা বিল্ব চন্দন,
দাস মুকুন্দ দিবে বলিদান॥

BANGLADARSHAN.COM

আয়রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়,
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।
দেখাই জগতে ভেতো বাঙ্গালী,
দাঁড়াইতে জানে বীর সমাজে॥
বহুদিন পরে ডাক এসেছে আজ,
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোরা সাজ।
এখন নীরবে নাই কিরে লাজ !
ধিক্ রে তোদের ক্ষাত্র তেজে॥
কোটী কণ্ঠে আজ জয় মা বলিয়া,
দ্বেষ হিংসা আদি চরণে দলিয়া ;
দাঁড়ারে বাঙ্গালী আপনা ভুলিয়া,
সাজাই বাংলা নূতন সাজে॥
মাভৈঃ, ওঠ্‌রে ও বাঙ্গালী বীর,
কতকাল রবি নত করি শির-
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির,
অনাহত শব্দ ভেরীর মাঝে॥

BANGLADARSHAN.COM

অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে,
সম্মুখে মহা ভবিষ্যমৎ।
আলোক পুলকে জ্ঞানে পূণ্যে ,
দৃপ্ত যেন সে ত্রিদিববৎ॥

শাসন যাহার অস্ত্রে নহে,
প্রেমই কেবল মাত্র।
গড়িয়া উঠিবে নূতন তন্ত্র যাহার শাসন আত্মদান,
দেখাইবে মহা মুক্তিপথ।

ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, লভিয়া নূতন প্রাণ,
সমান সূত্রে হইবে মিলিত, হিন্দু মুসলমান।
কামনা হবে মূত্তিমতী আশা হবে ফলবতী,
গিয়াছে সেদিন আসিছে সুদিন,
কর সবে তারে দণ্ডবৎ॥

BANGLADARSHAN.COM

বাবু বুঝবে কি আর ম'লে
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে॥

খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিসফাইড্ স্টীলের থালে।
তোদের মত মূর্খ কি আর, দ্বিতীয়টী মিলে।
পমেটম্ লাইক করিলি, দেশী আতর ফেলে-
সাধে কি তোদের দেয় রে গালি,
ব্রুট নন্‌সেন্স ফুলিশ বলে॥
ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইন্দুরে করল সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখ্‌না তোরা খুলে।
কুল নিয়েছে মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে,
ডু ইউ নো বাঙ্গালী বাবু-
ইওর হেড্ ফিরিঙ্গীর বুটের তলে॥
মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চল ;
সাহেবি চালটি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে।
বন্দে মাতরম্ বাজাও ডঙ্কা, জাগুক ভাই সকলে,
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ,
প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে॥

BANGLADARSHAN.COM

জাগতে হবে উঠতে হবে লাগতে হবে কাজে।
জগৎ মাঝে কেউ বসে নেই, মোদের কি ঘুম সাজে॥
যেতে হবে সাগরের পার, ছাড়তে হবে জাতের বিচার ;
শুনতে হবে জগত বীণা, কোন্ সুরেতে বাজে॥
পরের খেয়ে পরের লয়ে, চলবে না দিন গেছে বয়ে-
(মোরা) পা থাকিতে নিছি লাঠি, হাসে লোকসমাজে॥
যাদের মা উপবাসী, তাদের মুখে রঙ্গ হাসি !
দেখে মুকুন্দ মরে যায় আজ ঘৃণা অভিমান লাজে।

BANGLADARSHAN.COM

বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও।
তোমরা এখনও ঘুমাও।
কত যুগ গেছে কেটে দেখেছ কত স্বপন,
এবার বদর বলে ধর বৈঠা জীবন মরণ পণ।
দম্‌কা হাওয়ার কাল গিয়েছে-
ফাগুন বইছে পাল খাঁটাও॥
অবহেলে থাকলে বসে কাঁদতে হবে সারা জীবন ;
যুগ যুগান্তের তপস্যা তে, মিলছে এমন লগন।
পারের মাঝি হাল ধরেছে-
মিছে পরের মুখ তাকাও।

BANGLADARSHAN.COM

মাকে ডাক্ দেখি-
ডাক্ তোরা আজ সবে বদন ভরে,
দেখি কান খেয়ে বেটী, ক'দিন থাকতে পারে॥
ভক্তি মন্ত্র দিয়ে যদি, ডাক আজ নিরবধি,
ঠিক দাঁড়াবে ক্ষেপী মাগী অসি লয়ে করে॥
ক্ষেপী যদি উঠে দাঁড়ায়-
দেখে পাপ ভয়েই পালায় ;
এ মুকুন্দ বগল বাজায়-
বম্ বম্ বম্ হরে হরে॥

BANGLADARSHAN.COM

জাগ গো জাগ জননী।
তুই না জাগিলে শ্যা্মা, কেউ জাগিবে না গো মা,
তুই না নাচালে কারো, নাচিবে না ধমনী॥
ডেকে ডেকে হনু সারা কেউ সাড়া দিলে না মা,
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ, কারো প্রাণ কাঁদেনা মা।
তুই না জাগালে প্রাণ, কাঁদিবে কি কারো প্রাণ-
না জাগিলে সবার প্রাণ, পোহাবে কি রজনী॥
নাম ধর দয়াময়ী, দয়া কি মা আছে তোর,
দয়া থাকলে মরে কি আজ কোটী কোটী ছেলে তোর !
মরি তাতে ক্ষতি নাই, বাসনা মা দেখে যাই,
ভারতের ভাগ্যাকাশে, উঠেছে দিনমণি॥
নিবেদিলাম তব পায়, ঠেলনা পায় তারিণী ;
ছেলের কথা চিরকাল রাখে জানি জননী।
মুকুন্দের কথা রাখ, করুণা নয়নে দেখ,
অকূলে পড়েছি মোরা, তার দীন তারিণী॥

BANGLADARSHAN.COM

স্বরাজ স্বরাজ করিস্ তোরা,
স্বরাজ কিরে গাছের ফল ?
অবহেলে তায় পেড়ে খাবি তোরা,
পর পদলেহি ভীরুর দল॥
ধনীর দুয়ারে ধন্না দিয়ে স্বরাজ তোরা ভিক্ষা চাস,
কপট বৈরাগ্যের মুখোস পরিয়া,
ভাইয়ের কাছে ভাই করিস্ ছল-
কি করে স্বরাজ মিলিবে বল॥
পারিস্ যদি রে হ'তে বীরাচারি,
সোমরস আবার করিতে পান ;
রক্ত গঙ্গার পুণ্যপ সলিলে, পূজিতে মায়ের মূরতিখান।
রুধিরাসক্তা পানেতে মত্তা,
মা আজ ছেলের রক্ত চান-
দিতে হবে তাই মনে রাখিস্ ভাই,
স্বরাজ পথের যাত্রী দল ;
মরণ দিয়েই বরণ করিতে,
হইবে তোদের মুক্তি ফল॥

BANGLADARSHAN.COM

সাবধান-সাবধান-
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড,
রুদ্র দৃপ্ত মূর্ত্তিমান॥
ঐ শোন তাঁর গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যুব ভীষণ কল্লোলে।
হুঙ্কার শুনি গভীর মন্দ্র, কাঁপিছে তারকা সূর্য্য চন্দ্র,
বিদরে আকাশ স্তব্ধ বাতাস-
শিহরি উঠিছে জগত প্রাণ॥
ভ্রুকুটি কুটিল রক্ত নেত্রে চিত্র ভানু উজ্জ্বলে,
উঠিছে কিরিটী গরীমা দীপ্ত ভেদিয়া সূর্য্যা মণ্ডলে।
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্তরক্ত করিতে পান ;
বলদর্পির চরণাঘাতে-
ত্রিভুবন ভীত কম্পমান॥
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ, ভেবেছে কি আর পলাইবে কেহ,
এখনো চরণে শরণ লহ-
নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ॥

BANGLADARSHAN.COM

বন্দে মাতরম্ বলে নাচরে সক্‌লে,
কৃপাণ লইয়া হাতে।
দেখুক বিদেশী হাস অট্টহাসি,
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে॥
বাজাও দামামা কাঁড়া ঘণ্টা ঢোল,
শঙ্খ করতাল জয়ডঙ্কা খোল ;
নাচুক ধমনি শুনিয়ে সে রোল,
হউক নূতন খেলা শুরু এ ভারতে॥
এখনো কি তোদের আছে ঘুমঘোর,
গেছে কুল মান, মোছ্ আঁখি লোর।
হও আগুয়ান ভয় কিরে তোর-
বিজয় পতাকা তুলে নিয়ে হাতে॥
কবে যে ভারতে আসিবে সেদিন,
ভেবে তা মুকুন্দ দিন দিন ক্ষীণ।
আজ কাল বলে কেটে গেল দিন,
দিন পেলে লীন হতেমচরণেতে॥

BANGLADARSHAN.COM

জাগ ভারতবাসীরে, আর কত ঘুমাবিরে,
বল সবে হয়ে একমন, বন্দেমাতরম্।
(ভাইরে ভাই) জননী আর জন্মভূমি,
স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ জানিরে।
দু'য়ে ভক্তি নাহি যার, নরকে নিবাস তার,
পুরাণে লিখেছেন মূনিগণ॥
(ভাইরে ভাই) হিন্দু আর মুসলমান,
এক মায়েরই দুটি সন্তান রে।
একত্র হইয়ে সবে মায়ের পূজা কর ভবে,
ধন্যর হবে মানব জীবন॥
(ভাইরে ভাই) কামার কুমার জোলা তাঁতী,
হায় হায় করে দিবা রাতি রে।
ইংরেজী শিক্ষার গুণে, সকলে বির্দেশী কিনে,
কি খেয়ে রাখিব জীবন॥
(ভাইরে ভাই) ভারতের সুসন্তান,
কর সবে অবধান রে।
বিলাতী লবণ চিনি, অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি,
ছুঁইও না ভাই চিনি আর লবণ॥
(ভাইরে ভাই) একটি সুসন্তান হ'লে,
মা সুখী হ'ন ভূমণ্ডলে রে।
চল্লিশ কোটী সন্তান যার, আজ কি দুর্দ্দশা তার !
দেখ সবে মেলিয়া নয়ন॥
(ভাইরে ভাই) মেড়ারে মারিলে ঢুশ্-
সেও ফিরে করে রোষ রে।
আমরা এমন জাতি, খাইয়ে ফিরিঙ্গীর লাথি,
ধূলা ঝেড়ে চলে যাই ভবন॥

BANGLADARSHAN.COM

বিরাট তুমি মহান্ তুমি,
প্রণমি তোমায় আনন্দময়।
অমৃত তুমি শাশ্বত তুমি,
চিদ্‌ঘন হউক তোমারই জয়॥
রবি শশী তোমার আদেশে চলে,
সপ্ত সিন্ধু ধোয়ায় পা।
আপনি পবন চামর দোলায়-
বিভূতি তোমার জগন্ময়॥
কোটী কোটী সৌরলোক,
জানে না তোমার কোথায় ধাম ;
কি নামে ডাকিলে সাড়া দিবে তুমি,
অনন্ত তোমার অনন্ত নাম।
শিখিয়ে দাওনা নামটি দয়াল,
জীবন সন্ধ্যা য় তোমারে চাই ;
নাম-সুধা পানে আমারে আমি,
তোমার মাঝে হারিয়ে যাই।
করুণা পরশে আবার আমার,
নয়নে যদি গো সাগর বয় ;
অনন্ত বাসনা ধুয়ে মুছে গিয়ে,
জগত হইবে ব্রহ্মময়॥

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে চল্‌রে শঙ্কা যাবে দূরে-
শুনিস্‌নে কালের ভেরী, উঠছে বেজে আজব সুরে॥
রেখে দে রে পুঁটলী বাঁধা, আর তোদের কাগজে কাঁদা।
ধরে দে মা-নামের সারি দীপক রাগে ভারত জুড়ে॥
মা জগদম্বার কৌশলে, যখন আগুন উঠছে জ্বলে,
দিয়ে দে আজ পূর্ণাহুতি, খেয়ে নিক মা উদর পুরে॥
মরণ সাগর করলে মথন, তবেই নাকি মিলবে রতন ;
তাইতো এত ডাকাডাকি করছি তোদের ঘুরে ঘুরে॥
ক্ষেপেছে ক্ষেপা মাগী, ভয় কি মরবি বাঁচবার লাগি ;
দেখুক আজ বিশ্ববাসী ভারতবাসী নয় রে কুঁড়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

অগ্নিময়ী মায়ের ছেলে আগুন নিয়েই খেল্‌বে তারা।
মরেনি বীর সেনাদল আবার আগুন জ্বালবে তারা॥
অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা তাদের জ্বালবে না রে হোমানল,
তাদের ত্যাগ বৈরাগ্যেবর পুর্ণাহুতি বজ্রানলের কালানল।
স্বর্গ নরক করি মানে, চায় না তারা মোক্ষপানে ;
বীরাচারি নেংটা মায়ের বীর পুজার এমনি ধারা॥
বেসুরেই বাজবে তাদের রণোন্মাদের যন্ত্রগুলি,
গগন ছেয়ে উঠবে তাদের, নৃত্যগ পায়ের মুক্ত ধূলি।
অত্যাচারীর কণ্ঠ রুধির পানীয় তাদের বড়ই তৃপ্তির ;
ক্লীবত্ব যায়নি যাদের বলবে তাদের পাগল পারা॥
মায়ের বুকে পাষাণ চাপা দেখেও যারা খেতাব চান,
তারাই তো দেশের দুশমন্‌ তারাই দেশের শয়তান।
যদি দেশের মুক্তি চাও, ওদের দূরে সরিয়ে দেও-
লাল ফাগুয়ায় খেল্‌রে হোলি, ছুটুক লালে লাল ফোয়ারা॥

BANGLADARSHAN.COM

মূর্ত্ত করিয়া লুপ্ত গরীমা,
আবার বিশ্বে আনিল যে ;
ভক্তি অর্ঘ্য দেওরে সকলে,
তাহার চরণ পঙ্কজে।
সুপ্ত শক্তি উঠিবে জাগিয়া,
গুপ্ত শত শতাব্দীর-
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
হুঙ্কারে যদি বাঙ্গালী বীর।
ভৈরব নাদে বিজয় কম্বু,
উঠিলে বাজিয়া নাচিবে প্রাণ ;
সপ্ত কোটি গঙ্গা সাগরে,
ডাকিবে আবার প্রলয় বান।
প্লাবিত করি নিখিল বিশ্ব,
ধৌত করিয়া মলিনতা-
দেবরাজ্যা গড়িয়া উঠিলে,
মিলিবে মোদের স্বাধীনতা।

BANGLADARSHAN.COM

[৯৯]

তোদের নাম জগৎ জোড়া বীরের জাতি তোরা,
বীরের মত একটু চলরে।
বুক উঁচু করে হা-হা হি-হি করে,
প্রাণ ভরে তোরা হাসরে॥
লুকালো কোথায় বদনের হাসি,
পুঞ্জিভূত কেন ভালে চিন্তারাশি।
বীরের জাতি তোরা হাস অট্টহাসি,
রবি শশী তারা খসে পড়ুক্ রে॥
বীর কি কখনো নত করে শির,
ধার ধারে কি সে হা হতস্মির !
পারে কি দেখিতে বীর জননীর,
উলঙ্গ মূরতি যুগান্ত ধরে॥
কাঁপিতে মেদিনী যাদের পদ ভরে,
বিজয় পতাকা উড়িত অম্বরে।
স্মৃতি লুপ্ত হয়ে তাদের বংশধরে,
বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই ভাল রে॥
ভেবে পাইনা তোরা বাঁচা কিংবা মরা,
পুরুষ কি প্রকৃতি কোন্ ধাতে গড়া !
আঁখি অন্ধ ফিরে ধরিয়াছে জরা,
ডুবালি রে ভরা মরণ সাগরে॥

BANGLADARSHAN.COM

এমন দিন কি আস্‌বে মোদের,
আমরা আবার মানুষ হব।
ভুলে যাব দলাদলি,
প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে দিব॥

মেয়েলি ঢং দিব ছেড়ে,
ফ্যাসন দিব ঝাঁটিয়ে দূরে।
গোঁফ রেখে চুল সমান কেটে,
বীরের মত কাজ করিব॥

ছোট বড় যাব ভুলে,
প্রাণের কবাট দিব খুলে।
“বাবু” এই দু’টি আঁখর,
নামের পেছন থেকে উঠিয়ে দিব॥

BANGLADARSHAN.COM

ঘুচে যাবে তমঃ রাশী,
মায়ের মুখে দেখবো হাসি।
আমরা আবার সকল ভুলে,
মায়ের লাগি পাগল হব॥

কি আনন্দধ্বনি উঠল বঙ্গভূমে।
বঙ্গভূমে বঙ্গভূমে বঙ্গভূমে ভারতভূমে।
জেগেছে ভারতবাসী আর কি মানা শোনে ;
লেগেছে আপন কাজে যার যা নিচ্ছে মনে।
মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে চরকা হেন ধনে-
তাই রেখেছি আমি অতি সযতনে আমার চরকা-ধনে।
চরকা আমার মাতা পিতা, চরকা বন্ধু সখা ;
চরকায় ভাত কাপড় প'রি জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা।
মুকুন্দ দাসে বলে ভাল সুযোগ পেলে,
তোমরা সবে ধর চরকা হবে সুখ কপালে।

BANGLADARSHAN.COM

এ ভবে পাগল চেনা বিষম দায়।
পাগলের তত্ত্ব ভবে ক'জন পায়॥
ছিল পাগল গৌরাঙ্গ, নিতাই তার সাঙ্গপাঙ্গ,
বলে গেল সাধনার কি মধুর প্রসঙ্গ।
আজ নেড়া নেড়ী সে প্রসঙ্গে উল্টা করে উল্টা ধায়॥
আর একটা শ্মশান শয্যায়,
বক্ষে রেখে ক্ষেপীর পায় ;
জ্ঞানদাতা জ্ঞান দিচ্ছেন জীব মাত্র সবায়।
বুঝলে না দীন ভারতবাসী শক্তি মহাশক্তির পায়॥

BANGLADARSHAN.COM

এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার॥
চল্লিশ কোটী মায়ের ছেলে নাম ছাপে সে দু'চার জনার॥
নামটি যার টাইটেল যুক্ত, লেখনীটি সেথায় মুক্ত,
তা বৈ লিখার উপযুক্ত আছে কিরে তার।
রামা আজ দিল্লী যাবেন শ্যামা যাবেন কাছাড়-
ষ্টারে নাচবে কুসুমকুমারী আ মরি খবরের বাহার॥
এ দেশের এডিটার যত, বুঝলে তাদের দায়িত্ব কত ;
লেখায় তারা ঢাল্‌তো আগুন আসন পেতো নেতার।
দেশের সেবক উঠতো মেতে জয় দিয়ে বিধাতার-
তারা ফেলতো ছিঁড়ে বাঁধন ছাদন মুক্ত তারা হত আবার॥

BANGLADARSHAN.COM

মানস নয়ন করি উন্মীলন,
চেয়ে দেখ শিরে খাড়া ন্যাছয়ের দণ্ড।
বিদ্যুৎ চমকে ঐ ঝলসে তীব্রানল,
অশনি গরজে কাল রুদ্র প্রচণ্ড॥
এখনো কেটে দে রে মোহ ঘোর তন্দ্রা,
এখনো জেগে ওঠ্ ছেড়ে কালনিদ্রা।
পাইয়ে গোটাকত রজত মুদ্রা,
ভেব না করগত বিশ্ব অখণ্ড॥
বিষয়-বৈভব দম্ভ ধন জন,
দলিত চূর্ণিত পলকে বিলীন।
কুট তর্ক ছল সেথা অকারণ,
সত্যত-দীপে জ্বলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড॥
ঐশ্বর্য্যছ সম্পদ পেয়েছ যাঁহারি দান,
দলিছ চরণে আজ তাঁহারি সন্তান।
রুদ্র ক্রোধে তাঁর জ্বলিলে নয়ান-
কটাক্ষে ভস্ম যথা অনলে তৃণখণ্ড॥

BANGLADARSHAN.COM

বল শ্যামাঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী,
উলঙ্গিনী একি রঙ্গ !
মত্ত মাতঙ্গিনী কলুষ নাশিনী-
বিভীষিকা কোন করে ভুজঙ্গ।
উগ্রচণ্ডা মূত্তি ভীমা ভয়ঙ্করা,
লম্ফে ঝম্ফে দম্ভে কম্পে বসুন্ধরা।
শুনি অট্টহাসি যোগিনীর পারা,
ত্রাসিত ভেল মন মাতঙ্গ॥
ক্ষেপেছে রঙ্গিনী মেতেছে রঙ্গে,
ভূত পিশাচ যোগিনী সঙ্গে ;
দনুজ নাশিছে সমর রঙ্গে,
ক্ষেপা বক্ষে ক্ষেপী হয়ে উলঙ্গ॥
তব লীলা শ্যামা কে পারে বর্ণিতে,
যারে দেও বণিতে সে পারে বর্ণিতে,
জ্বলিতেছে হিয়া যে পাপ বহ্নিতে,
ত্বরিতে তাপিতে কর মা সাঙ্গ॥
বড় দয়া তব শুনি কাঙ্গালেতে,
নিবেদন ক'রে রাখি চরণেতে ;
চরণ যুগল দেখিতে দেখিতে,
মুকুন্দের খেলা হয় মা ভঙ্গ॥

BANGLADARSHAN.COM

তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি,
সেজেছে নূতন করিয়া ;
প্রভাতে গাহিছে পঞ্চম রাগে,
জাগরণ গীতি পাপিয়া।
পুলকে বিশ্ব উঠিল শিহরি,
খুলে গেল সব কুটীর দ্বার-
জাগাল জননী সন্তানগণে,
লইতে আপন করম ভার।
বন্দি মায়ের চরণ দু'খানি,
আশিষ্ সাগরে করিয়া স্নান ;
বাহিরিলা সব মত্ত কেশরী,
ধরিয়া মায়ের বিজয় গান।
পেয়েছে এরা মায়ের অভয়,
গিয়েছে এদের মরণ ভয় ;
এরাই পরিবে বিজয় তিলক,
এরাই করিবে বিশ্ব জয়॥

BANGLADARSHAN.COM

সময় ফিরিয়া কেবা পায় ?
কেবলি শুনিনু কাণে না চাহিনু তাঁর পানে,
শুধু উপেক্ষিনু তাঁরে হেলায় হেলায়॥
এখনো যা আছে কিছু ধরিলে তাহারে এঁটে,
যে ক'টা দিন আছে বাকী আনন্দেই যেত কেটে।
কিন্তু এমন অন্ধ মোরা, এমনই কপাল পোড়া,
বিধিলিপি কপাল জোড়া কথায় কথায়॥
মোরা যেমন ফুটবলে কিক্ দিয়ে ধরা জিনি,
বিধিরে ভেবেছ বুঝি তেমনি একটি হাবা তিনি।
বিশ্বপতি কর্ম্মময় হাবা ছেলের বাবা নয়-
কর্ম্ম ভালবাসেন তিনি, কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়॥
কর্ম্মক্ষেত্রে এসে যারা কর্ম্মই করেনা সাথী,
ক্ষণস্থায়ী যেন ভাই তাদেরই জীবন-বাতি।
এ মহা কর্ম্মের যুগে, শান্তি নাই কর্ম্মত্যা গে,
মুকুন্দ করিছে কর্ম্ম, শান্তিবারি পিপাসায়॥

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল্।
মায়ের জাতি গ'ড়ে তোল্।
সকল কাজের ঐ তো গোড়া,
আজ ভেঙ্গে দে রে তাদের গোল॥
মেয়েদের এই সব হাইস্কুলে,
মা হবে না কোন কালে।
তাই তোরা ভাই সবার আগে,
মায়ের মন্দির গ'ড়ে তোল্॥
গার্গী, লীলা, খনার দেশে,
কাপড় হ'ল গাউন শেষে।
এসব দেখে শুনে অন্ধের মত,
খাঁটী দুধে ঢালছিস্ ঘোল॥
মায়ের জাতি উঠলে গ'ড়ে,
ছেলে মিল্‌বে ঘরে ঘরে।
বাজবে আবার বিজয় ভেরী,
জয় ডঙ্কা সানাই ঢোল॥

BANGLADARSHAN.COM

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান,
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে,
এমনি অভিমান তোমার এমনি অভিমান॥
শাসনে যতই ঘের,
আছে বল দুর্ব্বলের-ও।
হওনা কেন যতই বড় আছেন ভগবান,
আমাদের আছেন ভগবান॥
চিরদিন চলবো সাথে,
চিরদিন টানবে পিছে।
এত বল নাইরে তোমার স'বে না সে টান,
স'বে না সে টান॥
আমাদের শক্তি মেরে,
তোরাও বাঁচবি না রে।
বোঝা তোর ভারী হ'লে ডুববে তরীখান,
তোদের ডুববে তরীখান॥

BANGLADARSHAN.COM

জ্বাল্ জ্বাল্ জ্বাল্ কামনা অনল,
পড়বি যেদিন পুড়বি সেদিন এমনি মজার কল॥

বুকের মাঝে কেটে চিতা কাঠ ক'রে দে হাড়,
সকল শিরার রক্ত দিয়ে আহুতি কর সার।
আগুন যখন জ্বল্‌বে গগন ছেয়ে উঠবে ;
নিভাতে পারবি না দিয়ে সাত সাগরের জল॥

আপন ঘরে আগুন জ্বেলে বসে দেখছিস্ তোরা,
ফড়িং ভাবে আগুন মিষ্টি এমনি কপাল পোড়া।
যখন পাখা দু'টি পুড়বে অবশ হয়ে পড়বে,
প্রাণ জ্বলনি ছট্‌ফটানি কে জুড়াবে বল॥

BANGLADARSHAN.COM

(ভাইরে) মাটিই খাঁটী ভবে।
মাটির দেহ পরিমাটি, মাটিতে লয় হবে॥
দু'দিনের জন্য আসা, দু'দিনের ভালবাসা,
দু'দিনেই ভাঙ্গে বাসস্থায়ী হয় কে কবে।
কাল সাগরে উঠছে তুফান আর কতদিন রবে-
ভুলে যা রে দলাদলি গলাগলি হ'য়ে সবে॥
সকলে এক মায়ের ছেলে আছি এক মায়ের কোলে,
ভাব একটু গোলক ধাঁধার ধাঁধা ঘুচে যাবে।
ধনী দীন রাজা প্রজা মাটির কোলেই শোবে,
নেংটা আসা নেংটা যাওয়া, ভবের খেলা সাঙ্গ যবে॥

BANGLADARSHAN.COM

ছাত্র-মন তরী গড়িয়া মাকে স্মরিয়া,
চল চড়িয়া হে।
আমাদের বাহাদুরী কাঠের তরী,
আজ ভীষণ তরঙ্গে তরণীয়া
হবে সিন্ধুর সহ আইনের যুদ্ধ,
চল জ্ঞান বৃদ্ধ সেনাপতি নিয়া।
ভাগ্যো কমলা ছিল এ ভারতে,
শ্বেতসিন্ধু নিল হরিয়া।
ধৈর্য্যন নরপতি ন্যাএয্য সেনাপতি,
চল সবে সুরপতির অনুমতি নিয়া॥
বিপক্ষ বাতাসে তরঙ্গ পুলিশ,
উঠিল মাতঙ্গে চড়িয়া,
একাগ্র শক্তিতে দেশী শিল্পসিংহ,
দেখনা উঠিছে গর্জ্জিয়া।
দেখে হরি ভয়ে পলাইবে অরি,
সেনা ভঙ্গ দিবে সিংহ নেহারিয়া॥
দক্ষ মাঝি পাছে হালে বসে আছে,
অনুকূল বায়ু হেরিয়া।
বন্দেমাতরম্ বাদাম ছেড়োনা,
বিপক্ষ সম্মুখে হেরিয়া।
পর দেশী বস্ত্র বড় ভাল অস্ত্র,
সবে লবণ চিনি যাও পাসরিয়া॥
দেশী আন্দোলনে মন্দর গড়িয়া,
সিন্ধু মাঝে দেহ ছাড়িয়া।
অনন্ত শক্তিকে একত্র করিয়া,
মন্থন রজ্জু ধর টানিয়া।
মন্থনের চোটে যদি সুধা উঠে,
তখন কমলা উঠিবে শিহরিয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

তরুণ যখন উঠেছে ক্ষেপিয়া,
পথ রোধি তাঁর দাঁড়াবে কে ?
মায়ের আশিষ্ মাথায় লভিয়া,
আপন পথে চলিবে সে।
বম্ বম্ বম্ হর হর বলে,
দীপক রাগে সে ধরিছে সুর-
ব্রহ্ম তালের রুদ্র ঠমকে,
পথের কাঁটা সে করিবে দূর।
ঘোর অমানিশা ভয়াল শ্মশানে,
সাধন ক্ষেত্র রচিছে তাঁর।
মহাকালকে চরণে দলিয়া,
সাধন করিছে সেই কালিকা'র।
শব হ'য়ে শিব চরণে পড়িয়া,
শিবত্ব আবার লভিবে সে-
মরণ সিন্ধু চরণে মথিয়া,
কোহিনূর আবার লভিবে সে।

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের নামের বাদাম উড়িয়ে দে রে,
উজান বাইতে বাদাম চাই।
বাংলা দরিয়ার মাঝে,
বড় জোরের কাটাল পড়েছে ভাই॥
এমন ভাঙ্গন লাগছে গাঙে,
এপার ওপার দু'পার ভাঙ্গে।
তার উপরে কাল-বোশেখীর,
ঘন ঘটা দেখতে পাই॥
হুঁসিয়ার থাকিস্ দম্‌কা হাওয়ায়,
তোদের পালের দাড় ছিঁড়ে না যায়।
লক্ষ্যা রাখিস্ মায়ের চরণ,
ভয় কি পারের ভাবনা নাই॥
এই ঝড় বাদলে নৌকা ছাড়ি,
জমিয়ে দিতে পারলে পাড়ি।
এই বাঙ্গালীর জয়ের সারি,
গাইবে জগৎ শুনবি তাই॥

BANGLADARSHAN.COM

রাম রহিম না জুদা কর ভাই,
মনটা খাঁটী রাখ জী।
দেশের কথা ভাব ভাই রে,
দেশ আমাদের মাতাজী॥
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
তফাৎ কেন কর জী ;
দু’ ভাইয়েতে দু’ ঘর বেঁধে,
করি একই দেশে বসতি॥
টাকায় ছিল আট মণ চাউল ভাই,
এখন বিকায় পোয়া পশারি।
এর পরেতে হ’তে হবে,
গাছের তলায় বসতি॥

BANGLADARSHAN.COM

ফুল বাগানে নানা রঙের ফুটল ফুল।
তাঁরে ভাবতে গেলে প্রাণ আকুল॥
যে ফুল অধোমুখে রয়,
কারো ভাগ্যমগুণে ঊর্দ্ধমুখী হয়।
সে সন্ধানে যে রয়েছে,
তাঁরে লোকে কয় বাতুল॥
যে জন যোগ্যক মালী হয়,
সদা সে বাগানে প'ড়ে রয়।
সে গন্ধে যাঁর মন মজেছে,
কে আছে তাঁর সমতুল॥
কহে দাস মুকুন্দ ভাই,
মায়ের সাধন বিনা অন্যছ কিছু নাই।
সাধ্য বস্তু সাধনে পাই,
শ্রীগুরুর শ্রীচরণ মূল॥

BANGLADARSHAN.COM

আয়না রে ভাই আপনি হাঁটি।
কেন পা থাকিতে নিবি লাঠি॥
দেশী জিনিষ থাকতে কেন,
বিদেশীতে মন মজাও ভাই ;
মোটা ভাত মোটা কাপড়ে,
চলেনা কি মোটামুটি॥
বীটের চিনি কলের ময়দা,
কাজ কি রে আর খেয়ে তারে।
আখের গুড় আর যাঁতার আটা,
খাব খানা পরিপাটী॥
ছেড়ে দেও মা কাঁচের চুড়ী,
শাঁখার কি আর অভাব দেশে।
মুকুন্দের কথা ধর,
ভাই বোন সব হ'য়ে খাঁটী॥

BANGLADARSHAN.COM

ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না॥
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে প'রো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্ম্মসাক্ষী,
জগৎ ভ'রে আছে জানা।
চটক্‌দার কাঁচের বালা ফুলের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না॥

বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে,
কোটী টাকার কম হবে না।
পুঁতী কাঁচা ঝুটো মুক্তায় এই বাংলায়,
নেয় বিদেশী কেউ জানে না॥

BANGLADARSHAN.COM

ঐ শোন্ বঙ্গমাতা শুধান কথা,
জাগ আমার যত কন্যান।
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না॥

আমি যে অভাগিনী কাঙ্গালিনী,
দু'বেলা অন্ন জোটে না।
কি ছিলেম, কি হইলেম, কোথায় এলেম,
মা কে তোরা চিনলি না॥

আমি গান করিতাম গাইতে দিলে গান
সে গানে মাতিয়ে দিতাম প্রাণ॥

গলাটা বেশ ক'রে সেধে,
সুরটা নিতাম পঞ্চমে বেঁধে।
তাতে প্রাণ উঠতো রে মেতে,
সবার দেল দরিয়ায় বইত রে উজান॥

দিতাম একটা এমন অট্টহাস,
জগৎটার কেটে যেত পাশ।
ঝড়ের মত বইত রে বাতাস,
উড়িয়ে নিত কাল মেঘখান॥

সুখ-রবি কিরণ ছড়াত,
সব ঘুমের মানুষ চম্‌কে উঠিত ;
এ মুকুন্দ একাই পারিত,
জগৎ ধ'রে দিত একটা টান॥

BANGLADARSHAN.COM

তুমি যদি আবার বাজাতে মোহন বাঁশরী,
যমুনা বুঝি বা বহিত উজান।
আবার তুলিত কুঞ্জ বিপিনে,
বুঝি বা বিহগী মধুর তান॥

উঠিত ফুলিয়া ভারত রক্ত,
নাচিত গরবে জননী ভক্ত।
বাহু প্রসারণে হইত শক্ত,
লইত আপন করম ভার।
ঢালিত প্রকৃতি প্রেম প্রবাহে,
শান্তি সরস অজেয় তান॥

হইত মায়ের করুণা পাত্র,
লভিত আপন করম ক্ষেত্র।
ধরিত বাহুতে শকতি সূত্র,
সন্তান দিত অনায়াসে আপন প্রাণ।
উঠিত আবার নিন্দুক মুখে,
জয় সুখাবহ সুযশ গান॥
সুনীল গগনে সুধা বরষিত,
সে বিধু তারকা গরবে হাসিত।
বিজয় পতাকা মলয়ে খেলিত,
শিহরি উঠিত শোণিত ধার।
খেলিত চপলা কুলিশ বরষি,
রাখিতে ভারত গরব মান॥

BANGLADARSHAN.COM

ডাক্‌বো কি শুনবে কে রে,
আছে কি কারো কান ?
পাব কি এমন ছেলে,
যাঁর দেশের লাগি কাঁদে প্রাণ॥
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে,
কত ভাবের গাইনু গান-
সে গান শুনলে না কেউ,
বুঝলে না কেউ,
কোন্ সুরেতে ধরছি তান॥
আমরাই নাকি বিশ্বমাঝে,
বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ দান।
আজ উপোস ক'রে দিন কাটাচ্ছি,
থাকতে মোদের ক্ষেতে ধান॥
ভাব-সাগরে বইছে হাওয়া,
কাল-সাগরে ডাকছে বান।
এখনো হাল ছেড়ে দে, ঢেউ কাটিয়ে,
পার হ'য়ে যাক্ তরীখান॥

BANGLADARSHAN.COM

ঝড়ের মুখে পাখীর বাসা যেমন টলমল।
যেমন নলিনদলে জল,
ক্ষণিকের রঙ্গীন জীবন,
তেমনি চপল, তেমনি চপল।
আজ আছে কাল রবে কিনা,
কে বলিবে বল॥
তারি লাগি ও ভোলা মন,
কেন রে এত আয়োজন-
কড়া বুলি কড়া আঁখি,
তোদের মন ভরা গরল !
ভোরের বেলায় আলোর খেলায়,
শিশির উজল ;
সেই আলো তার বুকের মাঝে,
শুকিয়ে তোলে জল॥
সুখের দিনের এই যে নেশা,
এই আলো আর জলে মেশা।
দিন না যেতে ফুরিয়ে যে যায়, দিনের সম্বল।
সুখ যে হবে দুঃখের সাথী,
নিভবে প্রদীপ রাতারাতি।
তারার পানে লক্ষ্যর রেখে,
আপন পথে চল॥

BANGLADARSHAN.COM

মা মা বলে ডাক্ দেখি ভাই,
ডাক্ দেখি ভাই সবে রে।
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে,
মা কি পারে রইতে রে॥
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী,
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে।
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পারবি প্রাণ,
স্বদেশ কল্যাণ তরে রে॥
মায়ের শ্রীচরণ তরী ভরসা করি,
ভাসাও দেহ তরী রে।
মা হবে কাণ্ডারী সুখে যাবে তরী,
ভয় কি অকুল পাথারে॥
দেখ্ ভারতবাসী ঐ এলোকেশী,
মায়ের হাতে অসি কেঁপেছে রে।
এ মুকুন্দ কয় আর কারে ভয়,
জয় জয় ডঙ্কা বাজারে॥

BANGLADARSHAN.COM

অমল আনন্দে নাচ বীর ছন্দে,
বল রে কালী মাইকি জয়।
ছেলের ডাকে পাগলিনী জাগিবেরে কুণ্ডলিনী,
কি ভয়- কি ভয়-কি ভয়॥

হর হর বম্ বম্ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ,
অনাহতে আনরে প্রলয়।
কোটী কণ্ঠ-যন্ত্রে ভারতের মহামন্ত্রে,
বিঘোষিত কর জগন্ময়॥

লুপ্ত গরীমা ভবে মূর্ত্ত করিতে হবে,
অমৃতস্য পুত্র সমুদয়।
রোমাঞ্চ উঠুক বিশ্বে, মিলে যাক্ গুরু শিষ্যে,
আসুক সত্যঠ হউক সমন্বয়॥

BANGLADARSHAN.COM

[১২৫]

ছল চাতুরী কপটতা মেকী মাল আর চল্‌বে ক'দিন ?
হাড়ি মুচির চোখ খুলেছে, দেশের কি আর আছে সেদিন॥
খেতাবধারী হোমরা চোমরা, নেতা বলেই মানতে হবে,
মনুষ্যাত্ব থাক কি না থাক, তাঁর হুকুমহে চলবে সবে।
সৎেযক্ পায় দলবি তোরা আসন চাইবি বিশ্ব জোড়া;
হবেনা তা নবীন যুগে হোসনা তোরা যতই প্রবীণ॥

সংবাদপত্রে উচ্চস্তম্ভে নাম ছাপিয়ে টেক্কা নিবি,
মুস্কিল আসান করতে হ'লে কংগ্রেসের দোহাই দিবি।
ভণ্ডামী আর করবি কত হলিনা কেউ কাজে রত।
মনে রাখিস্ স্বদেশ ব্রত, কর্ম্মী হবে কর্ম্মেতে লীন॥

নেতারাই দেশ জাগাত সবাই তাদের বল্‌তো চারণ।
এখন আপনা বেঁচে মালসী পাড়ায়, যোগান তারা
ভোটের দাদন।
তোদের পতন এতই গভীর ভাবলেও তা করে স্থবীর।
দেশ হাসালি রূপ দেখালি প্রতিভারে করলি মলিন॥

দেশের কাছে পড়লি ধরা আর দাঁড়াবার উপায় নাই,
আমরা ভাই বাউল চারণ মুক্তিমন্ত্র ছড়িয়ে বেড়াই।
গাড়ো সাঁওতাল বাগ্দি মেথর নেতা রয়েছে ওদের ভিতর।
মাতৃমন্ত্রের সাধক তারা, তারাই ভারত করবে স্বাধীন॥

পল্লী মায়ের শ্মশান বুকে বসে যারে আবার ধ্যাভনে,
কুণ্ডলিনী জাগবে সেদিন তোদেরি অজপার টানে।
ভারতের ভাগ্যগ-রবি ধরবে সেদিন নূতন ছবি।
জগতের অমানিশায় পূর্ণচন্দ্র উঠবে সেদিন॥

BANGLADARSHAN.COM

বাবুদের পায়ে নমস্কার-
দেখলেম ভাই ঘোর কলিতে এ জগতে,
ভাল মন্দের নাই বিচার॥

যার মা উপোসী ভগ্নি দাসী বাবুর বাড়ীতে,
সেই ছেলে হয় টিকপ্‌দার বেশ্যা বাড়ীতে।
বাবু বিদ্যার নামে নব ডঙ্কা-
গুড্‌নাইট, গুড্‌মর্ণিং সার॥

কলিতে বউ হয়েছে রং-এর বিবি স্বামী মানে না-
শ্বাশুড়ী হ'ন ময়না মাগী স্বামী খানসামা=
তারা ভাশুর শ্বশুর কেয়ার করে না,
বাপকে বলে মাইডিয়ার॥

ছোট খাটো চুল ছাঁটা আর সিং তোলা টেরী,
যুবক বন্ধুর চোখে চশ্‌মা এই দুঃখে মরি !
বাবুরা স্ফুর্ত্তি ক'রে বেড়ান ঘুরে,
যেন ময়লা টানা গাড়ীর ষাঁড়॥

BANGLADARSHAN.COM

এসেছে ভারতে নব জাগরণ,
পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ।
মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা,
জগতে শিক্ষা করিবে দান॥
স্তম্ভিত করি বিশ্বমানবে,
শিষ্য করিতে জগতখান-
কহিছে সে আজ পুণ্য বারতা,
শোন রে সকলে পাতিয়া কান।
বিরাট ব্যোম্-ছত্র তলে,
রবি শশী ঐ তাঁরই আঁখি জ্বলে-
ইঙ্গিতে তাঁর ত্রিভুবন টলে,
এ মরজগতে তিনি গরীয়ান্।
অমৃত তিনি শাশ্বত তিনি,
তাঁরেই অর্ঘ্য্ কর হে দান।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা বিচার করে চল্‌ব না।
মান অভিমান রাখবো না,
ধনী কি দীন বাছবো না॥
আমরা মোদের ভাই চিনেছি,
এখনো কি নেটিভ আছি-
ইউনিটি সার করেছি,
কারেও কেউ ছাড়বো না॥
হিন্দু পার্শী জৈন সাঁই,
মুচী ডোম মেথর কষাই-
আমরা সকলেই এক মায়ের ছেলে,
এই মহামন্ত্র ভুলব না॥
পাগল সেজেই বলতে সোজা,
তাই মুকুন্দের পাগল সাজা।
ছাড়তে হবে জাতের বিচার,
নইলে ভারত উঠবে না॥

BANGLADARSHAN.COM

পতিত পাবনী অধম তারিণী,
দীন দয়াময়ী শ্যাতমা রে।
এ ঘোর অকূলে পার হ'বি হেলে,
পরাণ খুলিয়ে ডাক রে॥
মধুর কণ্ঠে যদি ডাক নিরবধি,
ভেসে ভেসে আঁখি জলে রে।
হউক না পাষা মায়ের পরাণ,
সে পাষাণ যাইবে গ'লে রে॥
ছেলে কাঁদে যার সে মা কিরে আর,
ঘুমাতে কখনো পারে রে।
কুণ্ডলিনী জাগিবে মনের আঁধার ঘুচিবে,
মরা প্রাণ নেচে উঠিবে রে॥
বিপদ সাগরে ভয় রবে না রে,
অনায়াসে যাবি পারে রে।
মুকুন্দের জননী পতিত পাবনী,
তরাতে পতিত জনে রে॥

BANGLADARSHAN.COM

হবে নামতে ধূলার তলে-
পথে ঘাটে রৌদ্র মাঠে সবাই যেথায় চলে॥
অহঙ্কারের উচ্চাসনে বসে বসে আপন মনে,
ভাবছিস্ বুঝি তোদের মত নাইকো ত্রিভুবনে।
এতে নিজেদের যে ছোট করে তুলছ প্রতিক্ষণে-
যিনি রাজার রাজা তিনি বেড়ান,
ছোট বড় সবার দলে॥
তাঁরেই শুধু মানী জানি,
সবারে যে করবে মানী।
এ নহে মান এ বেইমানী,
ফেরা মানের খোঁজে।
সবার চেয়ে কাঙ্গল সেজে,
সে কি গো তা বুঝে।
মানের গোড়ায় না দিলে ছাই-
মান কি মিলে কথার ছলে॥

BANGLADARSHAN.COM

আপন চেনা কঠিন ভবে।
আপন চিনবে যেদিন বিশ্ব সেদিন,
আপন হ'য়ে যাবে॥
চিনিলে আপন জনা, লোহা যেত হ'য়ে সোনা,
পেতে তাঁর স্নেহের কণা ভেসে যেতে কবে-
তিল তিল করি বিলিয়ে দিতে লুটে নিত সবে।
ঐ স্বরগে আজ বাজতো ভেরী-
দেবতা সব আসতো নেবে॥
পাগলের কথা ধর, এখনো সরে পড়,
দিন রবে না ঠিক জেনো ভাই এদিন চলে যাবে।
কালের স্রোতে সবাইকে ভাই ভেসে যেতে হবে।
এ মুকুন্দের ঝাঁকে ঢেলা-
বুঝবে সেদিন আস্‌বে যবে॥

BANGLADARSHAN.COM

আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম।
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব-রবি-
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম॥

শোন সব ভাই স্বদেশী,
হিন্দু মোছলেম্ ভারতবাসী।
পারি কিনা ধরতে অসি,
জগতকে তা দেখাইতাম॥

কথা শুনে প্রাণ যদি মজে,
সেজে আয় বীর সাজে।
দাস মুকুন্দ আছে সেজে,
দাঁড়ি পেলে তরী ভাসাইতাম॥

BANGLADARSHAN.COM

ফুলার-আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে !
মন তো তোমার নয়॥

হাত বাঁধিবে পা বাঁধিবে,
ধ'রে না হয় জেলেই দিবে-
মন কি ফিরাতে পারবে,
সে তো পূর্ণ স্বাধীন রয়॥

বন্দে মাতরম্ মন্ত্র কানে,
বর্ম্ম এঁটে দেহে মনে।
রোধিতে কি পারবে রণে-
তুমি কত শক্তিময়॥

BANGLADARSHAN.COM

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
ডাকে আজ ভকতি ভজন বিহীন জনা।
দীন তারিণী পতিত পাবনী,
অধম তারিণী তুই শ্যামা মা॥
তুই না জাগালে কেউ জাগিবে না,
কাল ঘুম মোদের কারো ভাঙ্গিবে না।
এ ঘোর রজনী আর পোহাবে না,
সবই হয়েছে শব মা।
সে শব 'পরি এসে দাঁড়া ত্রিনয়না-
ভ্রামরী ভবানী ভৈরবী ভীষণা।
নাচ্ মা চল্লিশ কোটী শব 'পরি নাচ,
তাথৈ-তাথৈ-থৈ ধিন-ধিন-ধিনা॥
রাতুল চরণ পরশ পাইয়া,
চল্লিশ কোটী মরা উঠিবে বাঁচিয়া।
দেখিলে মায়ের শ্রী উঠিবে শিহরি,
কাঁদিয়া উঠিবে প্রাণ।
তখন কোটী কণ্ঠ মিলে একবার হুঙ্কারিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে।
সিদ্ধি হবে মা ভারতের চির আকাঙ্ক্ষিত,
স্বরাজ সাধনা॥

BANGLADARSHAN.COM